রাঙ্গা পা দু'খানি।

শ্রীপদ-রেণু প্রার্থী

শ্রীরসিকলাল দে প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

জেলা হুগলী, পোঃ আলাটী (Elati P. O.)

"আনন্দাশ্রম" হইতে

"শ্রীবৈষ্ণব-সঙ্গিনী" (৩য় বর্ষ) পত্রিকায়

সম্পাদক শ্রীমধুসূদন দাস অধিকারী কর্ত্তৃক

প্রকাশিত এবং

সম্প্রতি একত্র গ্রন্থাকারে সন্নিব[illegible]

কলিকাতা;

১ম—৪র্থ ফর্ম্মা, ৫০।১ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট "অ[illegible]সে,

৫ম ফর্ম্মা, ৬ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট "বঙ্গভূমি মেশিন প্রেসে" এবং

অবশিষ্ট ৬ নং ভীম ঘোষের লেন, "গ্রেট ইডিন প্রেসে"

এস্, সি, বসু এণ্ড কোম্পানী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩১৪—১৫।

প্রীতি উপহার।

সখে!—

ভ্রমিলাম কত স্থানে শান্তির আশায়,
জুড়াল না প্রাণ মোর, অতৃপ্ত বাসনা;
হৃদয় হইল শেষে দগ্ধ মরুপ্রায়,—
পাপে, তাপে, রোগে; শোকে, অসহ্য যন্ত্রণা॥
রাশি রাশি গ্রন্থ করিলাম অধ্যয়ন,
ইতিহাস, উপন্যাস, সমাজ-বিজ্ঞান,
রাজনীতি, শিল্পনীতি, কৃষি রসায়ন,
প্রত্নতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব করিনু সন্ধান।
ক্লান্ত দেহ, অবসন্ন মানস-আমার;
হেনকালে, ভাগ্যবলে, সকল জীবন;
বুঝিলাম, ভক্তিশাস্ত্র অমিয় পাথার;
ডুবিয়া করিনু পান, পুলকিত মন।
ডুবিয়া, মথিয়া সিন্ধু, সুষমার খনি—
এনেছি, ধর গো, সখে, রাঙ্গা পা দু'খানি॥

ভূমিকা।

—:*:—

শ্রীভগবানের রাতুল চরণযুগল ভক্তমাত্রেরই প্রাণারাম। ভাবুকের ভাব্য—রসিকের আস্বাদ্য-ভক্তের আরাধ্য, প্রেমিকের প্রেমগম্য, দুর্গত পতিত জনের অবলম্বন, এই অপরূপ সার সম্পত্তি শ্রীচরণ যুগল সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লিখিয়া আত্মশোধন করিবার ইচ্ছা হইল। বামনের চাঁদ ধরিবার প্রয়াসের ন্যায় আমার এ অভিলাষ। কিন্তু যাঁহার কৃপা গুণে মূক্ বাচালত্ব লাভ করিতে পারে—পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয়—সেই সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণকারী শ্রীভগবানের অসীম করুণা সঞ্চারে অধমের সাধ অপূর্ণ থাকিল না। যাঁহার প্রেরণায় গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলাম, তাঁহারই কৃপা গুণে উহা—জনসমাজে প্রকাশিত হইল।

রাঙ্গা পা দু'খানির পরিস্ফুট চিত্র অঙ্কনে, মাধুর্য্য বর্ণনে ও মাহাত্ম্য প্রকাশে আমি সম্পূর্ণ অযোগ্য হইলেও, বিষয় গুণে—ভক্তমণ্ডলীর নিকট উহা অনাদৃত হইবে না; ইহাই আমার বল—ইহাই আমার ভরসা।

যখন গ্রন্থখানি লিখিতে আরম্ভ করি, তখন আমি কঠিন রোগে আক্রান্ত; প্রাণের আশা ছিল না। "রাঙ্গা পা'র রচনা শেষ করিয়া যাইব—উহা প্রকাশিত করিয়া বহুদিনের পোষিত অভিলাষ পূর্ণ করিব, এ ভরসা করি নাই। কিন্তু শ্রীভগবান যেন এ দীনের ক্ষুদ্র জীবনে শ্রীচরণ-মাহাত্ম্য কথঞ্চিৎ প্রকাশিত করিবার জন্যই অলৌকিক শক্তি-প্রয়োগ করিয়া জীবনরক্ষা করিলেন। আমি প্রভুর রাঙ্গা পা দু'খানি স্মরণ করিয়া—মনন করিয়া—ভক্তিশাস্ত্রে শ্রীচরণ সম্বন্ধীয় বিষয় সমুহের আলোচনা করিতে করিতে দেহে প্রচুর বল প্রাপ্ত হইলাম—হৃদয় মন অদম্য উৎসাহে পূর্ণ হইল—রোগ নির্ম্মূল হইল। রাঙ্গা পা দু'খানির অসীম মহিমা জীবনে উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইলাম।

আমার পরম প্রেমভাজন ভ্রাতৃজীবন জমিদার শ্রীমান্ ঈশ্বরচন্দ্র গড়িয়া, প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়া এবং "শ্রীবৈষ্ণব-সঙ্গিনী" সম্পাদক শ্রীমধুসূদন দাস অধিকারী দাদা মহাশয় শ্রীগ্রন্থ প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া একদিকে প্রকৃত মহত্ব, বৈষ্ণবত্ব এবং সহৃদয়তার

পরিচয় প্রদান করিয়াছেন এবং অন্যদিকে আমাকে চির কৃতজ্ঞতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিয়াছেন।

"বাঁকুড়া দর্পণ" সম্পাদক ডাক্তার শ্রীরামনাথ মুখোপাধ্যায় দাদা মহাশয়, রাঁচির উকিল ও কবি শ্রীকৈলাসচন্দ্র বিশ্বাস বি, এল মহোদয়, মনস্বী, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল মহোদয় এবং শ্রীকালীপদ দে ভ্রাতৃজীবন সাধ্যানুসারে অর্থ দান করিয়া অধমের কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট ঋণী থাকিলাম।

গ্রন্থ প্রকাশ সম্বন্ধে, আমার পরম ভক্তিভাজন প্রেমরাজ্যের প্রিয়সখা শ্রীযুক্ত কালীহর ভক্তিসাগর, 'শ্রীগৌড়ভূমি" সম্পাদক শ্রীরামপ্রসন্ন ঘোষ, "ভক্তি" সম্পাদক শ্রীদীনবন্ধু বেদান্তরত্ন দাদা মহাশয়গণ এবং গৌরগত প্রাণ শ্রীমান্ শশিভূষণ সরকার ও শ্রীযুগলকিশোর গোস্বামী প্রভৃতিও নানা রূপে আমাকে সাহায্য করিয়া প্রোৎসাহিত করিয়াছেন; তাঁহাদের সকলেরই প্রদত্ত এই অনুগ্রহ জীবনে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই গ্রন্থের গদ্যাংশ লিখিতে যে সকল ভক্ত গ্রন্থকার ও শ্রীগ্রন্থ প্রকাশকের গ্রন্থ হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, তাঁহাদের নিকটও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। বঙ্গীয় সাহিত্য ক্ষেত্রে, বাল্যকাল হইতে বিচরণ করিয়া ভক্তি-সাহিত্যালোচনার সুধাময় ফল স্বরূপ "রাঙ্গা পা দু'খানি" হস্তে লইয়া ভক্তমণ্ডলীর নিকট উপস্থিত হইয়াছি; হে কৃপাময় ভক্তগণ, সমাদরে উহা গ্রহণ করিয়া, এ দাসের মতি চিন্ময় রাতুল চরণের প্রতি অক্ষুণ্ণ থাক্, বলিয়া আশীর্ব্বাদ করুন।

গ্রন্থখানির আয় শ্রীভগবানের সেবায় (গরীব ভাণ্ডার ও শ্রীভক্তি ভাণ্ডারের সাহায্য কল্পে) ব্যয়িত হইবে; ভক্ত-পাঠক-বৃন্দ, এই মহৎ কার্য্যে আমার সহায় হইবেন, এই প্রার্থনা।

নিবেদন মিতি—

সোণামুখী পোঃ,
(জেলা বাঁকুড়া)
৩ই শ্রাবণ, ১৩১৫।

শ্রীপদরেণু ভিখারী—
দীন—শ্রীরসিকলাল দে,
"সোণামুখী গরীব ভাণ্ডার"।

রাঙ্গা পা দু'খানি

"সমাশ্রিতা পদপল্লবপ্লবং মহৎ পদং পুণ্য যশোমুরারেঃ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং পদং পদং যদ্বিপদাং ন তেষাং॥"

শ্রীভাঃ ১০।১৪।৫৮

(১)

রাঙ্গা পা দু'খানি! মরি মরি! কি সুন্দর! মনে করিলে প্রাণ পবিত্র হয়, হৃদয় উন্নত হয়। ভাবুকের চিন্তনীয়, রসিকের এক মাত্র স্মরণীয়, ভক্তের আরাধ্য, প্রেমিকের প্রার্থনীয়, জীবের চরম লক্ষ্য—এই পা দু'খানি। এই চরণ স্মরণ করিলে দুঃখ সন্তাপ দূরে যায়, শোক অপসৃত হয়, রিপুর প্রখরতা নষ্ট হয়। প্রেমভক্তির মধুর-প্রবাহ সঞ্চারিত হইয়া জড়-ভাবাপন্ন বিশুষ্ক প্রাণকে কি এক অনির্ব্বচনীয় সুধারস-ধারায় অভিষিক্ত করে। জগতে সকল সৌন্দর্য্যের মূল এই চরণ যুগল, এই মূল সৌন্দর্য্য হইতেই—প্রকৃতির বিকাশ, বাহ্য প্রকৃতির মনোমোহন আভরণ—এই চরণ হইতেই উদ্ভূত। ঊষার রক্তিমাভা নেত্র গোচর করিলে—মনে হয় এই রাঙ্গা পা দু'খানি। সান্ধ্য—গগনের কনকচ্ছবি দেখিলে—মনে হয় এই পা দু'খানি। সরোবরে প্রফুল্ল রক্ত কোকনদ, স্মরণ করাইয়া দেয়—এই পা দু'খানি। মন্মথমোহনের মনোমুগ্ধকারী পলাশ প্রসূন,—এই শ্রীচরণ স্মরণ করাইবার সহায়তা করে। দুগ্ধপোষ্য শিশুর কোমল লোহিতাভ বিম্বফল সদৃশ-ওষ্ঠাধরোষ্ঠ, শ্রীচরণ স্মরণ করাইবার অনুপযুক্ত বস্তু নহে।

পতিব্রতা পতিপদ চিন্তানিরতা বঙ্গীয়রমণীকুলের অলক্তক-রাগরঞ্জিত চরণকমল দর্শন করিলে মনে হয়, এই সৌন্দর্য্যের মূল শ্রীচরণ যুগল। চরণ-যুগলের কথা মনে হইলে বোধ হয়, জগতের যাবতীয় সুষমা এই চরণ কমল হইতে উৎপন্ন হইয়া সর্ব্ব সৌন্দর্য্যাধার শ্রীচরণ-কেন্দ্রে সম্মিলিত হইতেছে।

এই পাদপদ্মের মূলদেশে সর্ব্বধর্ম্ম সংস্থাপিত, এই পাদপদ্ম স্পর্শ সুখের জন্য গোপিগণ তন্ময়চিত্তা, নারায়ণের বক্ষস্থল ত্যাগ করিয়া কমলা—এই কোমল চরণ সেবার জন্য লালায়িতা, এই স্পর্শ-মধুর চরণ যুগল অনন্ত সুখের আকর, অনন্ত রসের প্রস্রবণ।

মধুর রসের পূর্ণ বিকাশ ঐ চরণ যুগলে—নিখিল ভুবনের সম্পত্তি ঐ শ্রীচরণ কমলে। অসীম সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের আধার বলিয়াই শ্রীচরণ, প্রবর্ত্তকের কণ্ঠাভরণ, সাধকের বাঞ্ছিত ধন, সিদ্ধ পুরুষের হৃদয়-ভূষণ। তাই ভক্তগণ, জগতের ক্ষণিক সুখকর বস্তু, কাক-বিষ্ঠার ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করিয়া এই অসীম সৌন্দর্য্যের আকর শ্রীচরণ-সরোজ-মকরন্দ পান করিবার আশায় উন্মুখ-চিত্ত। শ্রীচরণ যুগলের মাধুর্য্য বুঝিবার শক্তি আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির নাই চিত্ত-রবকারী ভাব ও ভাষার আমাদের সম্পূর্ণ অভাব। এরূপ স্থলে শ্রীচরণের চিত্র অঙ্কন করিতে আমরা একেবারে অসমর্থ। যে সকল অনুরাগী ভক্ত, শ্রীচরণ-সুধাপানে আত্মচরিতার্থতা লাভে ধন্য হইয়াছেন, আমরা ভক্তি নিদর্শনে, তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চিত্তের কলুষ-কালিমা কথঞ্চিৎ দূর করিব, মনে করিয়াছি। শ্রীচরণ-চিন্তনে প্রাণ পবিত্র হইতে পারে, ইহাই আমাদের ভরসা। উপাদান যৎসামান্য হইলেও

প্রাণের আবেগ সামান্য নহে। এই আবেগের বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বপাপ-ধ্বংসী শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া আজ চরণ চিত্রের রেখাপাত মাত্র করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। "শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতের" শ্রীচরণ সম্বন্ধীয় একটি শ্লোকের কি সুন্দর ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা দেখিবার ভাবিবার ও বুঝিবার বিষয়, সেই শ্লোকটি এই—

"নিখিল ভুবন লক্ষ্মী নিত্যলীলাস্পদাভ্যাং
কমল বিপিনবীথী গর্ব্ব সর্ব্বঙ্কষাভ্যাম্।
প্রণমদ অভয়দান প্রৌঢ়ি গাঢ়োদ্ধতাভ্যাং
কিমপি বহতু চেতঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাভ্যাম্॥"

"শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল, নিখিলভুবন লক্ষ্মীর নিত্যলীলাস্থান; এই চরণযুগল কমল-বিপিনের শোভার গর্ব্ব খর্ব্ব করেন। প্রণত জনকে অভয়দানে আগ্রহ হইয়া এই চরণযুগল গাঢ় আদর করেন। এ হেন পাদপদ্ম চিন্তনে চিত্ত অনির্ব্বচনীয় সুখলাভ করুক।"

ইহার প্রতি পংক্তি, প্রত্যেক বাক্য, বা প্রতি অক্ষর যেন রাসরসপুষ্ট; অমৃতধারা যেন থাকিয়া থাকিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। রসশাস্ত্রে যাঁহারা সুনিপুণ, তাঁহারাই ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা করিবার অধিকারী। যাঁহাদের প্রেম, কাম-গন্ধহীন, যাঁহাদের নিজেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছা একেবারে নাই, যাঁহাদের স্বভাব ও প্রভাব সাধারণ বুদ্ধির অগোচর, যাঁহাদের সকল সুখ একমাত্র কৃষ্ণসুখেই পর্য্যবসিত, নিজের প্রেমের আধারস্বরূপা সেই গোপীগণ শ্রীচরণ-সেবার মর্ম্ম যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, জগতে অন্য কোন যুগে, কোন স্থানে, অন্য কেহ সেরূপ বুঝিয়াছেন কি না, জানি না। বৃন্দাবনলীলা করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ সহসা অন্তর্হিত হইয়াছেন। শ্রীমতী রাধিকা ও সখীগণ কৃষ্ণবিরহে অধীরা। প্রাণ

বল্লভকে হারাইয়া সকলে বিলাপ করিতে লাগিলেন, ক্রন্দনের ভাষা মর্ম্মস্পৃক্; রসরাজ প্রেমের বেগ বর্দ্ধন করিয়া আবার লীলাক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন, তখন উৎফুল্ল হৃদয়ে কেহ শ্রীকর, কেহ বাহুমূল ধারণ করিলেন, কোন গোপী চর্ব্বিত-তাম্বুল প্রসাদ স্বরূপ গ্রহণ করিলেন, আর কোন বিরহ সন্তপ্তা-গোপী প্রাণ সখা শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ চরণখানি ধরিয়া—ধীরে, অতি ধীরে, নবনীত-কোমল স্তনমণ্ডলে স্থাপন করিলেন। কৃষ্ণগতপ্রাণা গোপী আর কোন স্থান পাইলেন না, অন্ত কঠিন বস্তুর সংস্পর্শে আঘাতের আশঙ্কা করিয়া, কোমল চরণ রাখিবার স্থান নির্দ্দেশ করিলেন—অতি কোমল পয়োধর-কমলে। তাই বলিতেছিলাম, চরণের মর্য্যাদা যদি কেহ বুঝিয়া থাকেন তবে এই ব্রজাঙ্গনা!!

যে মূল শ্লোকটি অবলম্বন করিয়া এই কয়েকটি কথা লিখিত হইল তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"কাচিৎ করাম্বুজং শৌরের্জগৃহেঽঞ্জলিনা মুদা।
কাচিদ্দধার তদ্বাহুমংসে চন্দন-ভূষিতম্।
কাচিদঞ্জলিনা গৃহ্নাত্তন্বী তাম্বুল চর্ব্বিতম্।
একাতদঙ্ঘ্রি কমলং সন্তপ্তা স্তনয়োর্ন্যধাৎ॥"

গোপী-গীতায়, শ্রীচরণ ধারণ লালসা কি ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা বড়ই প্রাণস্পর্শী। তাহার ভাব ও ভাষার উচ্ছ্বাসে চিত্তোন্মাদ হয়, প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হইতে থাকে, জড় দেহে যেন চেতনার সঞ্চার হইয়া পড়ে। সেই সকল শ্লোক ও তাহার বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"প্রণত দেহিনাং পাপকর্ষণং তৃণ চরানুগতং শ্রীনিকেতনম্।
ফণিফণার্পিতং তে পদাম্বুজং কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ম্॥"

অর্থাৎ গোপিকাগণ বলিতেছেন—প্রণত প্রাণী মাত্রের পাপ-নাশন,তৃণচর গবাদি পশুকুলের অনুগত, সৌভাগ্য লক্ষীর নিকেতন, কালীয় নাগের ফণায় অর্পিত তোমার চরণ-কমল আমাদিগের কঠিন স্তন সমূহে অর্পণ করিয়া আমাদিগের হৃদ্‌গত কামতরুকে ছেদন করিয়া ফেল।

"চলসি যদ্ ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্ নলিন সুন্দরং নাথ তে পদম্।
শিল তৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি॥"

"হে নাথ, হে কান্ত, তুমি যখন পশু চরাইতে চরাইতে, ব্রজ হইতে চলিয়া যাও, তখন কমল সদৃশ সুকোমল তোমার চরণ যুগল তৃণাঙ্কুর দ্বারা ক্লেশ পায় ভাবিয়া আমাদিগের মন অতি অসুস্থ হয়।

"যত্তে সুজাত চরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥"

"হে নাথ তোমার যে সুকুমার চরণ কমল আমাদিগের কঠিন স্তন সমূহে সম্মর্দনাশঙ্কায় ধীরে ধীরে স্থাপন করিয়া থাকি, তুমি সেই চরণ দ্বারা বনমধ্যে বিচরণ করিতেছ এবং তাহাতে উহা সূক্ষ্ম পাষাণাদি দ্বারা ব্যথিত হইতেছে ভাবিয়া আমাদের চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হইতেছে, কারণ তুমিই আমাদের জীবন।"

প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের জন্য গোপিগণের কি তীব্র লালসা! তাঁহারা আত্ম সুখের জন্য চিন্তিতা নহেন, কৃষ্ণ সুখের জন্য তাঁহারা নিয়ত ব্যগ্রচিত্তা, কৃষ্ণের সামান্য ক্লেশ অপনোদনার্থ তাঁহারা উৎকণ্ঠিতা। নিঃস্বার্থ ভালবাসার ইহাই চরমোৎকর্ষ।

গোপীদিগের শ্রীচরণের প্রতি লালসা কত বলবতী, অনুরাগ

কিরূপ দৃঢ়, তাহার আর একটু পরিচয় দিবার জন্য আমরা আরও কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—

"য র্হ্যম্বুজাক্ষ তব পাদতলং রমায়া
দত্তক্ষণং ক্বচিদরণ্যজন প্রিয়স্য।
অস্প্রাক্ষ্ম তৎপ্রভৃতি নান্য সমক্ষমঙ্গ
স্থাতুং ত্বয়াভিরমিতা বত পারয়ামঃ॥

"হে পদ্মপলাশলোচন, এই বৃন্দারণ্যবাসী সকল তোমার প্রিয়জন বলিয়া যদবধি আমরা তোমার পাদতল, যাহা বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষ্মী দেবীকেও রমণাভিলাষময় উৎসব প্রদান করিয়া থাকে তাহা স্পর্শ করিয়াছি, হায়! তোমা কর্তৃক আনন্দিতা হইয়া তদবধি অন্যের সমক্ষেও অবস্থান করিতে সমর্থ হই না।"

"শ্রীর্যৎপদাম্বুজরজশ্চকমে তুলস্যা
লব্ধাপি বক্ষসি পদং কিলভৃত্যজুষ্টম্।
যস্যাঃ স্ববীক্ষণ উতান্যসুর প্রয়াস—
স্তদ্বদ্বয়ঞ্চ তব পাদরজঃ প্রপন্নাঃ॥".

"যে লক্ষ্মীর কটাক্ষ লাভাভিলাষে ব্রহ্মাদি দেববৃন্দ তপস্যাদি দ্বারা আরাধনার চেষ্টা করেন, সেই লক্ষ্মী যেমন ঐ সকল দেবতাকে অনাদর পূর্ব্বক বক্ষঃস্থলে স্থানলাভ করিয়া ও সপত্নী তুলসীর সহিত ভৃত্য সেবিত পাদরেণু কামনা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আমরাও তোমার চরণ লাভার্থ এই স্থানে সমাগত হইয়াছি।"

"তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দ্দন তেঽঙ্ঘ্রিমূলং
প্রাপ্তা বিসৃজ্য বসতীস্ত্বদুপাসনাশাঃ।
ত্বৎ সুন্দর স্মিত নিরীক্ষণ তীব্রকাম—
তপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্যম্॥

"হে দুঃখ বিনাশিন্, আমরা তোমার সেবার অভিলাষিণী হইয়া গৃহাদি, পরিত্যাগ পূর্ব্বক চরণোপান্তে সমাগত হইয়াছি, অতএব হে পুরুষ ভূষণ, স্বদীয়

সুন্দর হাস্য বিলসিত নিরীক্ষণ দ্বারা সঞ্জাত যে তীব্র কাম তদ্দ্বারা তাপিতান্তঃকরণ এই অবলাগণের প্রতি প্রসন্ন হও, দাস্য প্রদান কর।

পদচিহ্নদর্শনে যে বিরহ-সন্তপ্তা কৃষ্ণৈকশরণা নারীগণের প্রেমের সিন্ধু উথলিয়া উঠে, চরণচিহ্নে ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ কমলাদি অঙ্কিত দেখিয়া যাঁহারা "হা কৃষ্ণ! কোথায় কৃষ্ণ" বলিয়া আকুল স্বরে রোদন করিতে করিতে ভূতলে লুণ্ঠিতা ও মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন,—ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন নিরীক্ষণ করিয়া যাঁহাদের মনে কবিত্বময় ভাবোচ্ছ্বাস প্রবাহিত হইতে থাকে, পদাঙ্ক বাক্‌শক্তি বিবর্জ্জিত নিস্পন্দ বর্ণহীন হইলেও, যাঁহারা দৌত্যকার্য্য সাধনার্থ তাহার নিকট কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে কুণ্ঠিত নহেন, হ্লাদিনী শক্তি-সম্ভূতা রাধাকৃষ্ণ তরুলতিকার পত্র পুষ্পস্বরূপা সেই সখীগণের চরণলালসা বাক্যে প্রকাশ করিবার নহে, বিশেষতঃ আমাদের ন্যায় সাধনশূন্য দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে এই গুরুতর বিষয়ের আলোচনা অনধিকার চর্চ্চা বলিয়াই অনুমিত হয়।

(২)

ব্রহ্মমোহন প্রসঙ্গে দেখিতে পাই সর্ব্বমোহনকারী শ্রীকৃষ্ণকে মোহিত করিতে অগ্রসর হইয়া স্বয়ং ব্রহ্মা, ভগবন্মায়ায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। জগৎবন্দ্য বিশ্বমোহন আনন্দ রস-বিগ্রহ নন্দ নন্দনের প্রভাব নিরীক্ষণ করিয়া ব্রহ্মা স্বীয় অভিমানে জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহার শ্রীচরণ যুগলে অচলা ভক্তি লাভের বাসনায় যে স্তব করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা পাদ-পদ্মের মধুর প্রভাব—স্মরণ করিয়া ধন্য হইতে পারি। কমলযোনি, পদ-পল্লবের মহিমা প্রকটন করিয়া বলিতেছেন—

"তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো ভবেঽত্র বান্যত্রতু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাম্ ভূত্বা নিষেবে তব পাদ-পল্লবম্ ॥"

হে নাথ, আমার সেই মহৎভাগ্য হউক, যদ্দ্বারা আমি এই ব্রহ্মজন্মে অথবা অন্য কোন পশু পক্ষ্যাদি জন্মে ভবদীয় পুরুষদিগের মধ্যে যে কেহ হইয়া, তোমার পাদপল্লব সেবা করিতে পারি।

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয় প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্।

হে দেব, তোমার পাদপদ্মদ্বয়ের প্রসাদ লেশ দ্বারা অনুগৃহীত ব্যক্তি তোমার মহিমার তত্ত্ব বিদিত হইতে পারেন, অপর কেহ চিরকাল বিচার করিয়া উহা বিদিত হইতে পারেন না।

এষান্তু ভাগ্যমহিমাচ্যুত তাবদাস্তা
মেকাদশৈবহি বয়ং বত ভূরিভাগাঃ।
এতদ্ধৃষীকচষকৈরসকৃৎ পিবামঃ
সর্ব্বাদয়োঽঙ্ঘ্র্যুদজমধ্বমৃতাসবংতে ॥

হে অচ্যুত, ব্রজবাসী, গো ও গোপীগণের ভাগ্যের কথা দূরে থাকুক, একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা একাদশ দেবতা আমরাও মহাভাগ্যবন্ত। কারণ আমরা ইহাদিগের এই সকল ইন্দ্রিয়রূপ পান পাত্র দ্বারা তোমার পাদপদ্মের মকরন্দরূপ সুস্বাদ মাদক পুনঃ পুনঃ পান করিতেছি।

বিষয়াভিমান বিনাশন, কালভয় নিবারণ শ্রীভগবানের এই রাঙ্গা পা দু'খানির মর্য্যাদা, নাগপত্নীগণ কিরূপ বুঝিয়াছিলেন। তাহা আমরা কালীয়দমন কার্য্যে তাঁহাদের স্তোত্র হইতে বেশ উপলব্ধি করিতে পারি। ভূতপতি সর্ব্বকারণ-কারণ আশ্রয়প্রদ শ্রীকৃষ্ণ, কালীয়ের মস্তকে রাঙ্গা পা দু'খানি সংস্থাপন করিয়া নৃত্য করিতেছেন, পতিব্রতা নাগপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়া স্বামীর অপরাধের ক্ষমা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতেছেন—

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে
তবাঙ্ঘ্রি রেণু স্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥

যে চরণ রেণুর স্পর্শাধিকারের অভিলাষে লক্ষ্মীরূপা ললনা সকল কামনা ত্যাগ পূর্ব্বক ধৃতব্রতা হইয়া সুচিরকাল তপস্যা করেন, এই সর্পরূপ নিকৃষ্ট জীব তোমার সেই চরণ রেণুর স্পর্শাধিকার কোন্ সুকৃতির ফলে প্রাপ্ত হইল, তাহা জানি না।

ন নাক পৃষ্ঠং ন চ সার্ব্বভৌমং
ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যং।
ন যোগসিদ্ধিং ন পুনর্ভবং বা
বাঞ্ছন্তি যৎপাদরজঃ প্রপন্নাঃ॥

যে চরণ রেণুর শরণাগত হইয়া ভক্তসকল স্বর্গপৃষ্ঠ, সার্ব্বভৌম পারমেষ্ঠ্যপদ, রসাতলাধিপত্য, যোগসিদ্ধি বা নির্ব্বাণ মোক্ষ বাঞ্ছা করেন না; এই সর্প সেই চরণ রেণুর স্পর্শাধিকার কোন্ সুকৃতির ফলে লাভ করিল তাহা আমরা জানি না।

তদেষ নাথাপ দুরাপমন্যৈ
স্তমোজনিঃ ক্রোধ বশোঽপ্যহীশঃ।
সংসার চক্রে ভ্রমতঃ শরীরিণো
যদিচ্ছতঃ স্যাদ্ বিভবঃ সমক্ষঃ॥

* হে প্রভো, যাহা প্রার্থনা করিয়া সংসার চক্রে ভ্রমণকারী জীবের তৎক্ষণাৎ অপেক্ষিত সম্পদের সিদ্ধি হয়, এই তমোগুণ প্রধান ক্রোধন স্বভাব সর্পাধীশ অন্যের দুর্ল্লভ সেই বস্তু লাভ করিয়াছে।

ভক্তপ্রবর মহাভাগ অক্রূরের পাদপদ্ম চিন্তা এক অদ্ভুতপূর্ব্ব ব্যাপার! মথুরাপতি তাঁহাকে গোকুলে গমন করিবার আদেশ

করিয়াছেন, তিনি এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া পরম সুখী হইয়া নিজকে সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিতেছেন, শ্রীভগবানের যোগি-ধ্যেয় পাদপদ্ম দর্শন ঘটিবে—ইহাই তাঁহার মহা হর্ষের কারণ, পাদপদ্ম দর্শনাশায় পুলকিত হইয়া তিনি বলিয়াছেন,—

কংসো বতাদ্যাকৃত মেঽত্যনুগ্রহং
দ্রক্ষ্যেঽঙ্ঘ্রি পদ্মং প্রহিতোঽমুনাহরেঃ।
কৃতাবতারস্য দুরত্যয়ংতমঃ
পূর্ব্বেঽতরন্ যন্নখ-মণ্ডলত্বিষা॥

কি আশ্চর্য্য। কংস স্বয়ং ভগবদ্ভক্তদ্রোহী হইয়াও অদ্য আমার প্রতি প্রচুর অনুগ্রহ করিয়াছে, যেহেতু যাঁহার নখ সমূহের কান্তি হৃদয়ে চিন্তা করিয়া পূর্ব্বতন ধ্যানকর্ত্তা সকল দুস্তর সংসার উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ সেই শ্রীভগবানের পাদপদ্ম আজ আমি ঐ কংস কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া দর্শন করিব।

যদর্চ্চিতং ব্রহ্মভবাদিভিঃ সুরৈঃ
শ্রিয়া চ দেব্যা মুনিভিঃ সসাত্বতৈঃ।
গোচারণায়ানুচরৈশ্চরদ্ বনে
যদ্ গোপীকানাং কুচ কুঙ্কুমাঙ্কিতম্॥

যে চরণ কমল শিব ব্রহ্মাদি দেবগণ লক্ষ্মীদেবী ও ভক্তবৃন্দের সহিত মুনিগণ অর্চ্চনা করেন, যে চরণকমল গোচারণার্থ অনুচরবর্গের সহিত বনে বনে পরিভ্রমণ করেন এবং যে চরণ কমল গোপীদিগের কুচ কুঙ্কুম দ্বারা অঙ্কিত হয়েন আমি সেই চরণ কমল দর্শন করিব।

ভক্তপ্রবর উদ্ধব, আত্মনিবেদনে সিদ্ধ, তিনি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই রক্ষিত। শ্রীভগবানের রাতুল চরণ দু'খানির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তিনি শ্রীভগবানের উদ্দেশে বলিয়াছেন—

তাপত্রয়েনাভিহতস্য ঘোরে
সন্তপ্যমানস্য ভবাধ্বনীশ
পশ্যামি নান্যচ্ছরণং তবাঙ্ঘ্রি
দ্বন্দ্বাতপত্রাদমৃতাভিবর্ষাৎ ॥

হে ঈশ, আমি এই ঘোর সংসারে ত্রিতাপে সন্তপ্ত হইয়া অমৃতবর্ষী তোমার চরণ কমল আতপত্র ভিন্ন আর কোন আশ্রয় দেখিতে পাই না।

ভক্তের পক্ষে চরণ সেবাই একমাত্র অভিলষনীয়, তাই তিনি চতুর্ব্বর্গ লাভ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া কাতরতার সহিত প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

কোন্বীশ তে পাদসরোজভাজাং
সুদুর্লভোঽর্থেষু চতুর্ষ্বপীহ।
তথাপি নাহং প্রবৃণোমি ভূমন্
ভবৎ পদাম্ভোজনিষেবনোৎসুকঃ ॥

হে ঈশ তোমার পাদপদ্মসেবী ব্যক্তিগণের পক্ষে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চারিটীর কিছুই দুর্লভ নহে। তথাপি হে ভূমন্! তোমার পাদপদ্ম সেবাসুখ ব্যতীত আমি আর কিছুই চাহি না।

অথাত আনন্দদুঘং পদাম্বুজং
হংসাঃ শ্রয়েরন্নরবিন্দ লোচন।
সুখং নু বিশ্বেশ্বর যোগকর্ম্মভি
র্ত্বন্মায়য়ামী বিহতা ন মানিনঃ ॥

হে অরবিন্দ-লোচন, তোমার আনন্দ দোহন স্বরূপ পাদপদ্ম হংসগণ আশ্রয় করেন। হে বিশ্বেশ্বর! তোমার চরণাশ্রয়কে যাঁহারা সুখ বলিয়া মানে না, তাঁহারা জ্ঞান-যোগী ও কর্ম্মজড় হইয়া তোমার বিষ্ণুমায়ায় বিহত হইয়াছে।

এই পাদপদ্মের প্রভাব ও গৌরব স্মরণ করিয়া, নিষ্কাম-প্রীতির প্রকট-মূর্ত্তি ভক্ত চূড়ামণি শ্রীল প্রহ্লাদ বলিতেছেন—

সোহং প্রিয়স্য সুহৃদঃ পরদেবতায়া
লীলাকথাস্তব নৃসিংহ বিরিঞ্চিগীতাঃ।
অঞ্জস্তিতর্ম্যনুগৃণন্ গুণবিপ্রমুক্তো
দুর্গানি তে পদযুগালয়হংসসঙ্গঃ॥

প্রিয়গণের সুহৃদ্ পরদেবতা স্বরূপ তোমার বিরিঞ্চিগীত লীলাকথা কীর্ত্তন করিতে করিতে নির্গুণ হইয়া দুর্গ সকল সহজে উত্তীর্ণ হইব। কেননা ভক্তির পরম অনুকূল স্বরূপা তোমার পাদযুগলের হংসগণের সঙ্গই আমার প্রধান আশ্রয়।

নৈষাংমতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পর্শত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

যে পর্য্যন্ত নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তগণের পদরজে অভিষেক স্বীকার না করে সে পর্য্যন্ত মানবদিগের মতি কখনই কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না। কৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবাই জীবের সমস্ত অনর্থ নাশের একমাত্র হেতু।

তৎপ্রয়াসো ন কর্ত্তব্যো যত আয়ুর্ব্যয়পরং।
ন তথা বিন্দতে ক্ষেমং মুকুন্দ চরণাম্বুজং॥

যাহাতে আয়ু বৃথা ক্ষয় হয় সে বিষয়ে প্রয়াস করিবেন না, তাহাতে মুকুন্দ চরণাম্বুজরূপ ক্ষেম পাওয়া যায় না।

যে মহাত্মা মাতৃ-আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া পদ্মপলাশলোচন হরির সাক্ষাৎকার লাভের তীব্র আশায় বনে বনে, প্রান্তরে প্রান্তরে, আকুল স্বরে রোদন করিয়া অবশেষে পূর্ণ-মনোরথ হইয়াছিলেন, সেই মহানুভব ভক্তকুলগৌরব ধ্রুব, শ্রীচরণ যুগলের মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া প্রেমানন্দে বলিয়াছিলেন—

"যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম
ধ্যানাদ্ভবজ্জন কথা শ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্ব-মহিমন্যপি নাথ মাভূৎ ॥"

* * * *

হে নাথ! তোমার পাদপদ্ম ধ্যান অথবা তোমার ভক্তজনের কথা শ্রবণ করিয়া দেহধারীদিগের যে আনন্দলাভ হয়, তাহা স্বয়ং আনন্দময় ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারেও প্রাপ্ত হওয়া যায় না।"

জগন্মান্য গ্রন্থরাজ রসভাণ্ডার শ্রীমদ্ভাগবতে, বিবিধ ভক্তের মধ্যে আরও কয়েক জনের শ্রীমুখ নিঃসৃত শ্রীচরণ সম্বন্ধীয় উক্তি উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। সেই চিত্তোন্মাদিনী সুধাময়ী উক্তিগুলি এই—

"ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি।
মুক্ত সর্ব্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্বশরণং যথা ॥"

যে ব্যক্তি কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া ধৌতমনা হইয়াছেন, তিনি পান্থ ব্যক্তির স্বীয় গন্তব্য স্থান প্রাপ্তির ন্যায়, কৃষ্ণপাদপদ্ম পাইয়া সর্ব্ব ক্লেশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আর সে পাদপদ্ম ছাড়িতে চান না।"

রসার্ণব শ্রীমদ্ভাগবতে, দেবগণের উক্তিতে প্রকাশিত—

"ত্বয্যম্বুজাক্ষাখিল সত্ত্বধাম্নি সমাধিনা বেশিত চেতসৈকে।
ত্বৎপাদ পোতেন মহৎকৃতেন কুর্ব্বন্তি গোবৎসপদং ভবাব্ধিম্ ॥"

হে পদ্মলোচন! আপনি বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের ধাম, বিবেকী ব্যক্তিগণ সমাধিবলে মহৎকৃত সেবিত আপনার চরণ-তরী আশ্রয় করিয়া ভবসাগরকে গোষ্পদের ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকেন।"

"আহুশ্চ তে নলিনাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈ হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসার কূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥"

হে নলিনাভ, বিষজ্ঞন বলেন যে, অগাধবোধ যোগেশ্বরগণের হৃদয়ে চিন্তনীয় এবং সংসার কূপে পতিত জনের উদ্ধারের একমাত্র অবলম্বন তোমার পাদপদ্ম, গুরুসেবী আমাদের মনে সর্ব্বদা উদিত থাকুক।"

এতাং স আস্থায় পরাত্ম নিষ্ঠা
মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্ত পারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব॥

(ভিক্ষু কহিলেন) আমি অনিকেত বিষয়ত্যাগী হইয়া যে অবধূতপদ পাইয়াছি; এই পদই পূর্ব্বতম মহর্ষিগণ আশ্রয় করিয়াছিলেন। ইহাকে পরাত্ম নিষ্ঠা বলা যায়। আমি ইহাকে আশ্রয় করিয়া দুরন্তপার যে সংসারতম, তাহা মুকুন্দ পাদপদ্ম-সেবা নিষ্ঠা দ্বারাই পার হইব।"

"ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা
ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎ প্রবোধ।
ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজন্
ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ॥"

অচ্যুত পাদপদ্ম যাঁহারা ভজন করেন তাঁহাদের ভক্তি ও তজ্জাত বিরক্তি এবং ভগবদ্ জ্ঞান যুগপদুদয় হইতে থাকে। ক্রমশঃ প্রেমরূপ পরাশান্তি তাঁহারা লাভ করেন।"

মহামহিম জ্ঞানগুরু শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য স্বরচিত স্তবাবলীতে বলিয়াছেন:—

"দিবাধুনী মকরন্দে, পরিমল-পরিভোগ সচ্চিদানন্দে।
শ্রীপতি পদারবিন্দে, ভবভয়-খেদচ্ছিদে বন্দে॥
নারায়ণ করুণাময় শরণং করবানি তাবকৌ চরণৌ।
ইতি ষট্‌পদী মদীয়ে, বদন সরোজে সদা বসতু॥"

অর্থাৎ—

"যে চরণপদ্ম তব দেবী সুরধুনী
মধুরূপে বিরাজেন দিবস যামিনী,
সচ্চিৎ-আনন্দ-তিন যথায় শ্রীহরি।
সুগন্ধ-রূপেই রহে চিরদিন ধরি';
নাশে যাহা ভবভয়-যন্ত্রণা ভীষণ,
সে চরণ পদ্ম তব করিহে বন্দন!

*   *   *   *

ওহে দেব নারায়ণ! ওহে দয়াময়!
চরণ দু'খানি তব করিনু আশ্রয়।
এই ষট্‌পদী-স্তব যেন সর্ব্বক্ষণ
বদন কমলে মম করি উচ্চারণ!" (উদ্ভট সাগর)

এই সুমধুর শ্লোকদ্বয় আমাদের অনুধাবনের বিষয় এবং হৃদয় ফলকে গ্রথিত করিয়া রাখিবার বস্তু।

(৩)

পাদপদ্মের কথা মনে হইলে গয়াসুরের কথা স্মৃতিপথে উদিত হয়, গয়াসুর বহু-সুকৃতিবলে হরিপাদপদ্ম লাভ করিয়া একদিকে জীবন সফল করিয়া গিয়াছেন, অন্য দিকে জীবোদ্ধারের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। এখনও শ্রীগয়াধামে পাদপদ্ম বর্ত্তমান থাকিয়া পিতৃ-পিণ্ড দিবার জন্য জীবদিগকে আহ্বান করিতেছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুই এই স্থানে পিতৃপিণ্ড দিতে গিয়া যখন পাদপদ্ম দর্শন করিলেন, তখন তাঁহার হৃদয়-নিহিত-তীব্র বৈরাগ্য ও অতুল প্রেমের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল; এই স্থানের চিত্রখানি, শ্রীচৈতন্য-

ভাগবতকার মহাশয়, অতি সুন্দররূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া, পিতৃদেবের যথোচিত সম্মানানন্তর, প্রভু চক্রবেড়ের ভিতর গিয়া কি দেখিলেন—দেখিলেন—বিপ্রগণ, শ্রীপাদপদ্ম বেষ্টন করিয়া আছেন,—চন্দন-চর্চ্চিত, ভক্তগণ-অর্চ্চিত রাশি রাশি পুষ্প মালা, দেউলাকার ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছে আর দেখিলেন—

"গন্ধপুষ্প ধূপদীপ বস্ত্র অলঙ্কার।
কত পড়িয়াছে লেখা জোখা নাহি তার॥"

বিপ্রগণ, পবিত্র দেহে, পবিত্র মনে, উন্নত কণ্ঠে—পাদপদ্মের মাহাত্ম্য গীতি গাহিতে গাহিতে বলিতে লাগিলেন।—

"কাশীনাথ হৃদয়ে ধরিল যে চরণ।
যে চরণ নিরবধি লক্ষ্মীর জীবন॥
বলি শিরে আবির্ভাব হৈল যে চরণ।
সেই এই দেখ, যত ভাগ্যবন্ত জন॥
তিলার্দ্ধেক যে চরণ ধ্যান কৈল মাত্র।
যম তার না হয়েন অধিকার পাত্র॥
যোগেশ্বর সবের দুর্ল্লভ যে চরণ।
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত জন॥
যে চরণে ভাগিরথী হইল প্রকাশ।
নিরবধি হৃদয়ে না ছাড়ে যারে দাস॥
অনন্ত শয্যায় অতি প্রিয় যে চরণ।
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত জন॥"

চরণ-স্মরণ-তন্ময়-চিত্ত, উল্লাসময় ব্রাহ্মণগণের পূত-কণ্ঠ-নিঃসৃত শ্রীচরণ মহিমা গান শুনিয়া প্রভু নিজানন্দসুখে বিভোর হইলেন,

কমল-নয়ন-যুগলে অশ্রুর ধারা প্রবাহিত হইল—শ্রীঅঙ্গে কম্প-পুলকাদি অন্যান্য সাত্ত্বিক ভাব নিচয়ের আবির্ভাব হইল—একদিকে শ্রীভগবানের রাতুল চরণ-যুগল,—অপর দিকে প্রভুর মহাভাব-বিভাসিত অশ্রুজল-বিমণ্ডিত বদন-কমল। ভক্তগণ, একবার এই দৃশ্য স্মরণ করুন—হৃদয়ের অতি নিভৃত প্রদেশে—এই ভাবের ছবিখানি স্থাপন করিয়া দেব-দুর্ল্লভ আনন্দ উপভোগ করুন। শ্রীচরণ দর্শনে এই সময়ে মহাপ্রভুর অবস্থা একজন আধুনিক সুকবি (শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী) যেরূপ সুললিতভাবে বর্ণন করিয়াছেন, এস্থানে তাহাও উল্লেখ যোগ্য—

"পাদপদ্ম দেখা দিল নিমাইয়ের কাছে।
নির্ব্বাক নিস্পন্দ গোরা; অনিমেষ আঁখি
নিশ্চল, নিমগ্ন আছে পাদপদ্ম মাঝে।
বহুক্ষণ কেটে গেল এমনি নীরবে।
ভাবিছে গয়ালী,—প্রত্যহ দর্শক কত
আসিছে যাইছে. এমন অদ্ভুত লোক
দেখিনিত কভু।—দেরি দেখি রুক্ষস্বরে
কহিল সে,—মন্ত্র পড়' আচমন সারি;
আরো বহু যজমান আছে পড়ি মোর!
পটের মূর্ত্তিরে সে কি চাহিল জাগাতে!"

অতঃপরে কবি, ভক্তির গভীর উচ্ছ্বাসে উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া, পুলকিত হৃদয়ে, মহাপ্রভুর শ্রীমুখ দিয়া এই অনুতাপমান বাক্যগুলি বলাইয়াছেন—

"——, এই পাদপদ্ম
রহিয়াছে সর্ব্বকাল চরাচর ব্যাপি'
কোটি কোটি সাধকেরে করিছে আহ্বান।
এই সেই পাদপদ্ম,—গতি যাহা নিখিলের।
এই পাদপদ্ম মোর হৃদিপদ্ম মাঝে
ধরা দিতে দিতে গিয়ে, গেছে শেষে সরি।
মূঢ় আমি, রতনের করিনি যতন!
তুই মোরে, রে সংসার, ছাই ভস্ম দিয়া
এই পাদপদ্ম হ'তে রেখেছিস্ দূরে;
তুই মোরে রে মায়াবী, প্রলোভন পাতি'
ধরেছিস্, মায়াফাঁদে; করেছিস্ বশ;
অবশেষে নিতেছিস্ অন্ধকূপে টানি'!
ভেবেছিস্, এমনই দ্বিধাহীন মনে—
তোর সুধা-বিষে পৃক্ত রিক্ত আশীর্ব্বাদ
নিব মানি' শিরপাতি' সারাটী জীবন?—"

সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী পণ্ডিত চূড়ামণি শ্রীল বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পবিত্র নাম সুধীসমাজে ও ভক্ত মণ্ডলীর নিকট সুপরিচিত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ সম্বন্ধে ইঁহার প্রথমে সংশয় জন্মিয়াছিল। অবশেষে যখন বেদান্ত বিচারে পরাস্ত হইয়া নিজ ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করিলেন, এবং মহাপ্রভুর ভগবত্তার পূর্ণ পরিচয় পাইলেন, তখন তাঁহার এ ভ্রান্তি অপনীত হইল। এই মহাজ্ঞানী, মহাপ্রভুর ষড়ভুজমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভক্তি রসাস্বাদনের অধিকারী হইলেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ আশ্রয় করিয়া তাঁহার মহিমাপূর্ণ যে এক

শত শ্লোক লিখিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা শ্রীচরণ মহিমা প্রকাশক শ্লোকগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

"আশ্রয়ে তব পাদাব্জং কলিকা-চম্পকাঙ্গুলম্।
কৃপাং কুরু দয়ানাথ গৌরচন্দ্র নমোস্তু তে॥
নখ পংক্তি জিতানেক মাণিক্য মুকুরদ্যুতে।
চরণে শরণং যাচে গৌরচন্দ্র নমোস্তু তে॥
ধ্বজবজ্রাঙ্কিতে পাদপদ্মেঽহং শরণং গতঃ।
করিষ্যতি যমঃ কিং মে গৌরচন্দ্র নমোস্তু তে॥
ন ধনং ন যশো ন কুলং ন তপো, ন জনং ন শ্রুতং ন সুতম্ ন সুখম্।
চরণে শরণং তব গৌর হরে মম জন্মনি জন্মনি দেহিবরম্॥
অনেক জন্ম ভ্রমণে মনুষ্যোঽহ ভবন কলৌ
ব্যাকুলাত্মা পদাব্জে তে শরণং রক্ষ মাং প্রভো॥
শ্রীগৌরচরণদ্বন্দ্বে যাচে যাচে পুনঃপুনঃ।
জীবনে মরণে বাপি তব রূপং বিচিন্তয়ে॥
যথেপ্সিতং গৌর পদারবিন্দে নিবেদিতং দেহমনোবচোভিঃ।
সর্ব্বার্থ সিদ্ধিং কুরু মে কৃপালো, নিরন্তরং তে স্মৃতিরস্তু নিত্যা॥
অনেক জন্মকৃত মজ্জনোঽহকো, সিদ্ধিং কুরুস্ব প্রভু-গৌরচন্দ্র।
সমুজ্জ্বলাং তে পাদপদ্ম সেবাং করোমি নিত্যং হরিকীর্ত্তনঞ্চ॥"

কাশীর অদ্বৈত মার্গের দণ্ডীস্বামী শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী এক সময়ে তাঁহার কোন শিষ্যকে মহাপ্রভুর-সম্বন্ধে বলেন—

"শুনিয়াছি গৌড়দেশে সন্ন্যাসীভাবুক।
কেশব ভারতী শিষ্য লোক প্রতারক॥

*　　*　　*　　*

বেদান্ত শ্রবণ কর না যাইহ তার পাশ।
উচ্ছৃঙ্খল লোক সঙ্গে দুই লোক নাশ॥"

কিছুদিন পরে এই বেদান্তবিৎ মহাপণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের কৃপালাভে চরিতার্থ হইয়া বলিয়াছিলেন—

"তোমার নিন্দা পূর্ব্বে যে করিল।
তোমার চরণস্পর্শে সবক্ষয় গেল॥"

ইনিই পরিশেষে মহাপ্রভুর চরণে আত্ম-বিক্রয় করিয়া "শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত" গ্রন্থ লিখিয়া নিজে ধন্য হইয়াছেন এবং অপূর্ব্ব রত্নহার উপহার দানে ভক্তমণ্ডলীকে ধন্য করিয়াছেন। এই উজ্জ্বল রসময় শ্রীগ্রন্থ, পাদপদ্ম-মাহাত্ম্য বিঘোষণ করিয়া বলিতেছেন—

"ভজন্তু চৈতন্য পদারবিন্দং ভবন্তু সদ্ভক্তিরসেন পূর্ণাঃ।
আনন্দয়ন্তু ত্রিজগৎ বিচিত্রম্ মাধুর্য্য সৌভাগ্য দয়াক্ষমাদৈঃ॥
সংসারসিন্ধুতরণে হৃদয়ং যদিস্যাৎ সংকীর্ত্তনামৃতরসে রমতে মনশ্চেৎ।
প্রেমাম্বুধৌ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি শ্চৈতন্য চন্দ্র চরণে শরণং
প্রযাতু॥

আশাবন্ত পদদ্বন্দ্বে চৈতন্যস্য মহাপ্রভোঃ।
জগেন্দ্রো দাসবত্যাতি কা কথা নৃপ-কীটকে॥
সংসার দুঃখ জলধৌ পতিতস্য কাম—
ক্রোধাদি-নক্র মকরৈঃ কবলী কৃতস্য॥
দুর্ব্বাসনা নিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য
চৈতন্য চন্দ্র মম দেহি পদাবলম্বং॥
বাসো যে ররবক্ত ঘোর দহন জ্বালাবলী পঞ্জরে।
শ্রীচৈতন্য পদারবিন্দ বিমুখৈর্মা কুত্রচিৎ সঙ্গমঃ॥

বৈকুণ্ঠাদি পদং স্বয়ঞ্চ মিলিতং নো মে মনোলিপ্সতে।
পাদাম্ভোজরজশ্ছটা যদি মনাক্ গৌরস্য নোরস্যতে॥
দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশত মেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরা—
গৌরাঙ্গ চন্দ্র চরণে কুরুতানুরাগং॥"

তারপর শ্রীরামরায়ের কথা, যাঁহার মুখে প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ জীবের প্রতি শুভকর আশীর্ব্বাদ স্বরূপ অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেমের চিন্ময়তত্ত্ব প্রকটন করেন, যিনি কৃষ্ণ বিরহাকুল শ্রীগৌরা-ঙ্গের শেষ লীলার নিত্য সহায়, যিনি শ্রীকৃষ্ণ ধ্যান করিতে করিতে মহাপ্রভুর অতুলরূপ, মাধুর্য্যময় মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, যাঁহার গুণ প্রকটন করিয়া ভক্ত মাহাত্ম্য পরিবর্দ্ধন করিবার জন্য স্বয়ং প্রভু বলেন—

"রামানন্দ রায় মহাভাগবত প্রধান।
তেঁহ জানাইল কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান॥"

সেই অনর্গল রসবেত্তা প্রেম-সুখানন্দ প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীরামরায় পাদপদ্ম ও পাদপদ্মনখরাজির নিরুপম সৌন্দর্য্যের পরিচয় কি ভাবে দিয়াছেন, দেখুন—

"শ্রীবৎসস্য চ কৌস্তুভস্য চ রমা দেব্যাশ্চ গর্ব্বং করো,
রাধাপদসরোজ-যাবকরসো বক্ষঃস্থলস্থো হরেঃ।
বালার্ক-দ্যুতি-মণ্ডলীর তিমিরৈশ্চন্দ্রেন বন্দীকৃতা,
কালিন্দ্যাঃ পয়সীব বিকচং শোনোৎপলং পাতুনঃ॥
"রাধিকার পাদপদ্ম যাবকের রস।
গোবিন্দের বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত সুরস॥

শ্রীবৎস কৌস্তভ মণি লক্ষ্মী দেবী আর।
বক্ষের ভূষণ তারে করিল স্বীকার॥
বিহানের সূর্য্য যেন কপটে তিমিরে।
বন্দি করিয়াছে হেন বক্ষে শোভাকরে॥
কালিন্দীর জলে যেন রক্ত উৎপল।
ঐ ছে শোভাকরে যাবকেতে বক্ষঃস্থল॥
হরি বক্ষঃস্থিতা সেই রাধিকা-যাবক।
আমা সবা রক্ষা করু কহে এই শ্লোক॥"

"লীয়া নেবপথশ্চকোর-যুবতী মুখেন যাঃ কুর্ব্বতে, সদা স্ফটিকয়ন্তি রত্ন ঘটিতাং যাঃ পাদপীঠাবলীং যাঃ প্রক্ষালিত মুষ্টয়-জ'ললব প্রস্যন্দ শঙ্কাকৃতাস্তাঃ কৃষ্ণস্য পদাব্জয়োর্ণখমণি জ্যোৎস্না-শ্চিরং পাতু নঃ॥

"কৃষ্ণপাদপদ্মদশ নখ মণি হয়।
অপূর্ব্ব কাহিনী তার বর্ণন না যায়॥
যে যে পথে চলি যান গোবিন্দ চরণ।
সেই সেই পথে আসি চকোরীরগণ॥
চন্দ্র জ্যোৎস্না ভ্রমে পথ লিহে বার বার।
আর শুন নখের চরিত্র চমৎকার॥
রত্ন পাদপীঠে যবে ধরেন চরণ।
স্ফটিকের পাদপীঠ হেন হয় ভ্রম॥
পাখালি মাজিয়া যেন ধরিল চরণ।
জল খসি পড়ে যেন নখের কিরণ॥
সেই কৃষ্ণপদ জ্যোৎস্না আমা সবাকারে।
চিরকাল রক্ষা কর রামানন্দ বলে॥"

(৪)

ব্রজ দেবীগণের মান রসের নিদান, এই মান প্রেমরাজ্যে সঞ্জীবনী সুধা। উহা পুরাতন প্রেমকে অভিনব করিয়া তুলে। নিয়ত আস্বাদ্য পদার্থ, এই মান দ্বারা মাধুর্য্যময় হইয়া উঠে। প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণ নিজ নিজ কাব্যে মানের প্রস্ফুট চিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন। ভক্ত কবি শ্রীল জয়দেব তাঁহার উজ্জ্বল রসাত্মক কাব্য "শ্রীগীতগোবিন্দে" মানের যে কমনীয় চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা সুধা হইতেও মধুর, ভক্তগণের উহা বড়ই চিত্তাকর্ষক; কবি মানের প্রভাব প্রদর্শন করিয়া, মানের গৌরব প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইয়া, মানকুসুমের সৌরভ বিকাশ করিতে গিয়া, রাঙ্গা পা দু'খানির অপরূপ প্রভা দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন: নিজ নায়কের মুখ দিয়া তাই তিনি বলাইয়াছেন—

"স্থল কমল গঞ্জনং মম হৃদয় রঞ্জনং
জনিত রতি রঙ্গ পরভাগং।
ভণ মসৃণ বাণীং করবাণি চরণদ্বয়ং
সরসলসদলক্তক রাগং॥"

হে মধুরভাষিণি! তুমি আজ্ঞা কর, আমার হৃদয়-রঞ্জক স্থলকমল-গঞ্জনকারী রতিরঙ্গে পরম শোভাধারী তোমার চরণদ্বয়কে সরস অলক্তক-রাগে রঞ্জিত করি।"

ইহাতেও মানিনীর মান ভাঙ্গিল না, মানের পূর্ণ রস প্রকটিত হইল না, মানের চরম স্ফূর্ত্তি প্রদর্শিত ও রাতুল চরণের উচ্চতম মর্য্যাদা রক্ষিত হইল না। ভক্ত কবি মানের মহিমময় পূর্ণোচ্ছ্বাস দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়া তাই লিখিয়াছেন—

"স্মরগরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং—"

অতঃপর লেখনী কম্পিত হইল ; তিনি আর অগ্রবর্ত্তী হইতে পারিলেন না। কবি চিন্তিত হইয়া শ্লোকটী অসম্পূর্ণ রাখিয়া গৃহের বাহিরে চলিলেন। নায়কশ্রেষ্ঠ চিন্তামণি শ্রীহরি, ভক্তের মনোভাব বুঝিয়া স্বীয় কোমল কর সংযোগে লিখিলেন—

"দেহি পদপল্লব মুদারং"

উদার পদপল্লবের শীতল ছায়ায় ভক্তের প্রাণ শীতল হইল, হৃদয়ের স্তরে স্তরে আনন্দের নির্ঝরিণী প্রবাহিত হইল। জগতও যেন এই পদপল্লবে—

"রাধিকা চরণরেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
অনায়াসে পাবে গিরিধারী।
রাধিকা চরণাশ্রয়, যে করে সে মহাশয়,
তারে মুই যাই বলিহারী॥"

এই সুললিত পদের প্রকৃত ভাব শিক্ষা করিয়া পবিত্র ও ধন্য হইল।

শ্রীভগবানের স্বহস্ত লিখিত—"দেহি পদপল্লব মুদারং" ভক্তি জগতের এক সমুজ্জ্বল চিত্র, রাতুল চরণ যুগলের ইহা সুন্দর আলেখ্য। উহার অক্ষরে অক্ষরে সুধা উছলিয়া পড়িতেছে।

"দেহি পদপল্লব মুদারং"

এই ভগবদ্বাক্যের অচিন্ত্য শক্তি অমোঘ প্রভাব পাঠকগণ নিজ নিজ জীবনে পরীক্ষা করিবেন। সংসারের তাপে প্রাণ মন জর্জ্জরিত হইলে স্মরণ করিবেন, এই পদপল্লব মুদারং। জাগতিক বিষয় যেন যখন হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে, তখন চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া চিন্তা করিবেন, এই পদপল্লব মুদারং। শোকের প্রবল

আতপে যখন প্রতপ্ত ও বিরক্ত হইয়া সংসারকে অশান্তির আলয় বলিয়া জ্ঞান করিবেন, তখন একটিবার ভাবিবেন এই "পদপল্লব মুদারং"। দেখিবেন এই উদার পদপল্লব-মাহাত্ম্য আপনাদের সন্তপ্ত হৃদয়ের সন্তাপ দূরীকরণে সমর্থ কি না?

মহর্ষির রামায়ণ পড়িলে, আমরা এই পাদপদ্মের মহিমা ও গৌরব বেশ উপলব্ধি করিতে পারি। জ্যেষ্ঠানুরক্ত লক্ষ্মণের চরিত্রে পা দু'খানির মাহাত্ম্য সুন্দররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে, দেখিতে পাই। সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতার আদর্শভূতা মা জানকী অপহৃতা হইয়াছেন, মায়ের পরিত্যক্ত আভরণ সম্বন্ধে আলাপ হইলে লক্ষ্মণের মুখে যে বাক্য নিঃসৃত হইয়াছিল, তাহা এই—

"নাহং জানামি কেয়ূরে নাহং জানামি কুণ্ডলে।
নূপুরেত্বভিজানামি, নিত্যং পাদাভিবন্দনাৎ॥"

কি সুন্দর! উচ্চহৃদয়ের ভাব প্রকাশক কি মহৎ বাক্য? মা জানকীর পা দু'খানি ব্যতীত অন্য অঙ্গে লক্ষ্মণের দৃষ্টি পতিত হয় নাই, তাই তিনি পাদাভরণ নূপুর মাত্র চিনিয়াছিলেন, লক্ষ্মণ দেখিয়াছিলেন পাদুখানি, চিন্তা করিয়াছিলেন, পাদুখানি, উপাসনা করিয়াছিলেন, কেবল পাদুখানি, তাহা না হইলে আমরা এই সুধাস্রাবী বাক্য শুনিবার আশা করিতাম কি? জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়ার প্রতি এইরূপ পবিত্র অনুরাগ ও ঐকান্তিক ভক্তির সুন্দর চিত্র অন্য কোন দেশের গ্রন্থে চিত্রিত আছে বলিয়া বোধ হয় না।

ভরতের শ্রীচরণানুরাগও লক্ষ্মণের ন্যায় অকৃত্রিম, তাহা না হইলে তিনি পিতৃসিংহাসনের অধিকারী হইয়াও অকৃত্রিম স্বার্থত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে স্বয়ং রাজসিংহাসনে

উপবেশন না করিয়া, ভ্রাতৃভক্তি ও চরণমর্য্যাদার চিহ্নস্বরূপ তদুপরি বনবাসী শ্রীরামচন্দ্রের কাষ্ঠপাদুকাদ্বয় স্থাপন করিবেন কেন?

যিনি, প্রভুদাস সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইবার ভয়ে, ভববন্ধন ছেদনকারী সুখলব্ধ মোক্ষও আকাঙ্ক্ষা করেন নাই, দাস্য ভক্তির আদর্শ স্বরূপ সেই শ্রীহনুমান চরণকমলের অধোদেশে স্থান লাভ করিবার জন্য কিরূপ কাতর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, দেখুন—

"ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষেষু নেচ্ছা মম কদাচন।
ত্বৎপাদপঙ্কজস্যাধো জীবিতং দীয়তাম্ মম॥"

(৫)

শ্রীচরণ-মকরন্দ-লোলুপ ও মধুপান মুগ্ধ বঙ্গীয় ভক্ত-মধুকর বৃন্দ বঙ্গীয় সাহিত্যে যে সকল সুমধুর ভাবময় পদাবলীরূপ মধুচক্র ভবিষ্যবংশধরগণের জন্য রচনা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা সুধার ভাণ্ডার। সেই অমৃত পান করিলে অপার্থিব আনন্দ অনুভূত হয়, সংসারতাপদগ্ধ প্রাণের প্রাণান্তকর জ্বালা যন্ত্রণা প্রশমিত হয়; এই মধুর রসের আস্বাদন, অন্য ইতর রসের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা জন্মাইয়া, হৃদয় মন মাধুর্য্যময় করিয়া তুলে, আধি ব্যাধিময় সংসার, নন্দন-কাননে পরিণত করিয়া দেয়। এই সকল পদের অনেকগুলি কলি-শাসিত দুরবস্থাপন্ন জীবের প্রতি শ্রীমৎ মহাপ্রভুর অসীম কৃপাশক্তি সঞ্চারের ফল। বহু লালিত্যপূর্ণ পদাবলী, জীবচিত্তকে রাঙ্গা পা দু'খানির প্রতি দৃঢ় আকর্ষণ করিবার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল। পাদপদ্মের মহিমা উদ্দীপক কোন কোন পদের আলোচনা করা যাইতেছে।

ভক্ত কবি জ্ঞানদাস একটী পদে বলিয়াছেন—

"বঁধু তোমার গরবে গরবিনী আমি, রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে করি দুইটী চরণ, সদা লইয়া রাখি বুকে॥"

অপর দুইটী পদে বলিতেছেন—

"প্রেম ডোর দিয়া রাখিব বাঁধিয়া, দুখানি চরণার বিন্দ।
কেবা নিতে পারে কাহার শকতি, পাঞ্জরে কাটিয়া সিঁধ॥"
"সজনি! কি আর লোকের ভয়।
ও চাঁদ বদনে, নয়ন ভুলিল, আর মনে নাহি লয়॥
অপযশ ঘোষণা যাক দেশে দেশে, সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যামের রাঙ্গা পায় এ তনু সঁপেছি, তিল তুলসীদল দিয়া॥
কি মোর সরম, ঘর ব্যবহার তিলেক না সহে গায়।
জ্ঞান দাস কহে, এ তনু নিছিনু শ্যামের ও রাঙ্গা পায়॥"

আবার চণ্ডীদাস মধুর ভাষায়, বিপুল ভাব তরঙ্গ তুলিয়া গাহিতেছেন—

"কুলশীল জাতি, ছাড়ি নিজ পতি, কালি দিয়ে দুই কুলে।
এ নব যৌবন, পরশ-রতন, সঁপেছি চরণ-তলে॥"
"অঙ্গের বরণ, কস্তুরী চন্দন, আমি হৃদয়ে মাখিয়ে রাখি।
ও দুটী চরণ, পরাণে ধরিয়া, নয়ন মুদিয়া থাকি॥"
"এ কুলে ও কুলে, দুকুলে গোকুলে, আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া, শরণ লইনু, ও দুটী কমল পায়॥"

চরণের প্রতি কি অপরূপ অনুরাগ! কি প্রবল আকর্ষণ!! প্রাণাধিক প্রিয়ধন জ্ঞানে, রাতুল চরণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত কি আবেগময় প্রয়াস!!

উদ্ধৃত অংশগুলি অসাধারণ আত্মত্যাগের নিদর্শন, নিঃস্বার্থ প্রেমের চরম বিকাশ, পূর্ণ পরিণতি !! চরণের গৌরব প্রকাশ করিবার জন্য ভক্ত কবিদ্বয় অল্প কথায় কেমন সুন্দর ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের "প্রার্থনা" ও "প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকা" উন্নতোজ্জ্বল বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-সিদ্ধান্তময় সুন্দর গ্রন্থ। উহা বৈষ্ণব-ধর্ম্মানুশীলনকারী প্রত্যেক সাধকেরই নিত্য পাঠ্য। ঠাকুর মহাশয় স্বপ্রণীত গ্রন্থদ্বয়ে যুগল চরণের যে অপরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা ভক্তির সহিত দর্শনীয় ও চিন্তনীয়।

"প্রভু হে! এইবার করহ করুণা।
যুগল চরণ দেখি, সফল করিব আঁখি,
এই মোর মনের বাসনা॥
নিজ পদ সেবা দিবা, নাহি মোরে উপেখিবা,
দুঁহু পঁহু করুণা সাগর।
দুঁহু বিনা নাহি জানো, এই বড় ভাগ্য মানো,
মুঁই বড় পতিত পামর॥
ললিতা আদেশ পাইয়া, চরণ সেবিব যাঞা,
প্রিয়সখী সঙ্গে হয় মনে।
দুঁহু দাতা শিরোমণি, অতি দীন মোরে জানি,
নিকটে চরণ দিবে দানে॥
পাব রাধাকৃষ্ণ পা, ঘুচিবে মনের ঘা,
দূরে যাবে এ সব বিকল।

নরোত্তম দাসে কয়, এই বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়,
দেহ প্রাণ সকল সফল ॥"

রাঙ্গা পা দুখানি লাভের জন্য কি তীব্র লালসা! যুগল পাদ-পদ্ম লাভ করিয়া, পরমানন্দে সেবা করিবার জন্য ঐকান্তিক দৈন্যভাবে কোথাও বলিতেছেন—

"হরি হরি কবে হেন দশা হবে মোর।
সেবিব দোঁহার পদ আনন্দে বিভোর॥
ভ্রমর হইয়া সদা রহিব চরণে।
শ্রীচরণামৃত সদা করিব আস্বাদনে॥

কোথাও বলিতেছেন—

"এতিন সংসার মাঝে তুয়াপদ সার।
ভাবিয়া দেখিনু মনে গতি নাহি আর॥
সে পদ পাবার আশে খেদ উঠে মনে।
ব্যাকুল হৃদয় সদা করেছে ক্রন্দনে॥"

কোন স্থানে বলিতেছেন—

"নীল পট্টাম্বর, যতনে পরহিব, পায়ে দিব রতন মঞ্জীরে!"
"ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা চরণ ধোয়াইব, মুছব আপন চিকুরে॥"

আবার কোন স্থানে বলিতেছেন—

"নরোত্তম দাস-আশ পদপঙ্কজ সেবন মাধুরী পানে।"
"ললিতা বিশখা সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে সুখময় রাতুল চরণে॥"

যুগলকিশোরের রাঙ্গা পাদপদ্মে ঠাকুর মহাশয়ের দৃঢ় নিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থ প্রীতির পরিচয় দিবার জন্য, আমরা আরও কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"দুর্ল্লভ জ্ঞান হেন, নাহি ভজ হরি কেন?
কি লাগি মরিছ ভববন্ধে।
ছাড় অন্য প্রিয়কর্ম্ম, নাহি দেখ বেদধর্ম্ম,
ভক্তি কর কৃষ্ণ পদদ্বন্দ্বে॥
বিষয় বিষম গতি, নাহি ভজ ব্রজপতি,
কৃষ্ণচন্দ্র চরণ সুখসার।
স্বর্গ আর অপবর্গ, সংসার নরক ভোগ,
সর্ব্বনাশ জনম বিকার॥
দেহে না করিও আস্থা, মরিলে যে যমশাস্তা,
দুঃখের সমুদ্র কর্ম্মগতি।
দেখিয়া শুনিয়া ভজ, সাধু-শাস্ত্র মত মজ,
যুগল চরণে কর রতি॥
যুগল চরণ প্রীতি, পরম আনন্দ তথি,
রতি, প্রেমময় পরবন্ধে।
কৃষ্ণনাম রাধানাম, উপায় করো রসধাম,
চরণে পড়িয়া পরানন্দে॥"

পরম দয়াল নিতাই চাঁদের রাতুল চরণ দুখানি স্মরণ করিয়া ঠাকুর মহাশয়, কি উপদেশপ্রদ সুধাময় বাক্য বলিয়াছেন. তাহা আমাদের চিত্ত সংশোধনকর,—প্রাণ শীতলকারী,—উহা হৃদয়-ফলকে হীরকাক্ষরে গ্রথিত করিয়া রাখিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ভক্ত ভাবুক ও প্রেমিক হৃদয়ের স্বতঃ-উচ্ছ্বাসময় সেই অমৃতস্রাবী বাক্যগুলি এই—

"নিতাই পদ কমল, কোটি চন্দ্র সুশীতল,
যে ছায়ায় জীবন জুড়ায়।

হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইয়ের পায় ॥

* * * * * * * *

অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া, নিতাই পদ পাশরিয়া,
অসত্যেরে সত্য করি মানি।
নিতাইয়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাইয়ের চরণ-দুখানি ॥
নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই পদ সদা কর আশ।
নরোত্তম বড় দুঃখী, নিতাই মোর কর সুখী,
রাখ রাঙ্গা-চরণের পাশ ॥"

যিনি চরণ যুগলে রতন নূপুর পরাইবার জন্য সদাই আগ্রহান্বিত, "হুঁহু"—পদ পুলকে স্পর্শ করিবার নিমিত্ত যিনি মুহুর্মুহু লালায়িত, যিনি সখীর অনুগা হইয়া বাতুল চরণে আত্ম-সমর্পণ করিতে উন্মুখচিত্ত, যিনি চরণ-দুখানির দর্শন পাইলে অন্তরের অন্তস্তলে সযত্নে রক্ষা করিবার জন্য বিব্রত, এবং অদর্শনে অনলে প্রবেশ করিতে কিম্বা জলে ঝাঁপ দিতেও অসঙ্কুচিত,—তিনি, সেই মহা-মহিমময়, যুগল-সেবা-নিষ্ঠ ঠাকুর মহাশয়, চরণ চিত্র কি ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহার প্রস্ফুট ভাব আমাদের দুর্ব্বল লেখনী দ্বারা প্রতিভাসিত হওয়া অসম্ভব। যাঁহারা সে জীবন্ত আলেখ্য দেখিতে চান্, তাঁহারা সমগ্র "প্রার্থনা ও "শ্রীপ্রেম ভক্তি চন্দ্রিকা" পাঠ করিয়া শ্রীচরণের অমোঘ শক্তির পরিচয় গ্রহণ এবং অপ্রাকৃত রসের আস্বাদনে জীবন সার্থক করুন।

(৬)

বৈরাগ্য ও ভজন সাধনের আদর্শ, প্রেমভক্তির পরিস্ফুট প্রতিচ্ছবি, মহাপ্রভুর বিশেষ অনুগৃহীত ভাবসিদ্ধ দেহে রতিমঞ্জরী মহাপুরুষ শ্রীমৎ দাস গোস্বামীর পদাবলী ভক্ত মাত্রেরই পরম আস্বাদের বস্তু। যে রঘুনাথ—৬০ দণ্ড দিবা রাত্রির মধ্যে ৫৬ দণ্ড কাল একনিষ্ঠ ভাবে ভক্তি সাধনে নিরত থাকিতেন, যিনি মহাপ্রভুর নিকট হইতে গুঞ্জামালা উপহার পাইয়া তাঁহার ইঙ্গিত বুঝিয়া শ্রীরাধা পদে আত্মসমর্পণ করিয়া উহাই একমাত্র সার পদার্থ ভাবিয়া কাতর কণ্ঠে বলিতেছেন—

"ভজামি রাধামরবিন্দ নেত্রাং স্মরামি রাধাং মধুর স্মিতাস্যাং
বদামি রাধাং করুণাভরার্দ্রাং ততো মমন্যাস্তি গতির্ন কাঽপি।

তাঁহার চরণ লালসা বাক্যে প্রকাশ করিবার নহে। চরণ যুগলে রতি প্রার্থনা করিয়া তিনি এক স্থানে বলিতেছেন—

"রাগেণ রূপ মঞ্জর্য্যা রক্তীকৃত মুরদ্বিষঃ।
গুণারাধিত রাধায়াঃ পাদযুগ্মে রতির্মম॥"

রূপমঞ্জরী অনুরাগ বশতঃ শ্রীকৃষ্ণকে যাঁহার অনুরক্ত করিয়া দিয়াছেন, বৈদগ্ধ্যাদি গুণ সকলের দ্বারা আরাধিতা সেই শ্রীরাধার পদযুগলে আমার রতি হউক।

শ্রীরাধিকার চরণান্তিকে স্থান প্রাপ্ত হইবার জন্য অন্যত্র তিনি ব্যাকুলভাবে বলিতেছেন—

"তবৈবাস্মি তবৈবাস্মি ন জীবামি ত্বয়া বিনা।
ইতি বিজ্ঞায় দেবি ত্বং নয় মাং চরণান্তিকম্॥"

"হে দেবি! আমি তোমার, আমি তোমার, তোমা বিনা আমি বাঁচিতে পারি না। ইহা জানিয়া আমায় তোমার শ্রীচরণ-সমীপে আনয়ন কর।"

পাদপদ্মের দাস্য ব্যতীত অন্য সখিত্ব প্রার্থনা তাঁহার নাই, সেই দাস্য লালসার অভিব্যক্তি এইরূপ—

"পাদাব্জয়োস্তব বিনা বর দাস্যমেব
নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে।
সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং
দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্॥"

"হে দেবি! তোমার পাদপদ্মের দাস্য ব্যতিরেকে কোন কালে অন্য সখিত্বাদি প্রার্থনা করি না. সখিত্বের প্রতি আমার নিত্য নমস্কার। তোমার দাস্যেই যেন আমার অনুরাগ বর্দ্ধিত হয়।"

আবার দেখিতে পাই, তিনি সিদ্ধদেহে দিব্যনেত্র লাভ করিয়া মহাভাবময়ীর প্রিয়তমা অনুচারিণীরূপে নূতন সেবাদাসী সাজিয়া বলিতেছেন—

"যদবধি মম কাচিন্মঞ্জরী রূপ পূর্ব্বা
ব্রজভুবি বত নেত্রদ্বন্দ্ব দীপ্তিং চকার।
তদবধি তব বৃন্দারণ্য রাজ্ঞি প্রকামং
চরণ কমল লাক্ষাসংদিদৃক্ষা মমাভূৎ॥"

"হে বৃন্দাবনেশ্বরি। যে অবধি এই বৃন্দাবনে কোন অনির্ব্বচনীয় রূপমঞ্জরী তোমার পরিচর্য্যাদির প্রণালী শিক্ষার জন্য আমার দিব্য নেত্র প্রকাশ করিয়াছেন, সেই অবধি তোমার চরণদ্বয়ের অলক্তক দর্শনে আমার অত্যন্ত অভিলাষ হইয়াছে!"

কি মধুর! কি মধুর!! কোন্ প্রাকৃত বস্তুর সহিত এ অপ্রাকৃত-রস-সঞ্চারী পদ সমূহের তুলনা করিব? ভাবসিদ্ধ মহাপুরুষের স্বতঃ উচ্ছ্বাসময়, প্রেমভাব—বিভাসিত শ্লোক, স্বপ্রকাশ; উহার তুলনা নাই,—উপমা প্রয়োগে উহা বুঝাইবার

নহে। চিন্ময় বস্তু, ধ্যানের সামগ্রী, ধ্যান যোগে দর্শনেরই যোগ্য ;—ভক্তি-প্রেম-সমুদ্রের তলস্পর্শী-মহাজনগণেরই আস্বাদনের উপযুক্ত।

(৭)

চরণ সরোজের মুগ্ধভ্রমর শক্তি-সেবক রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত যে ভাবে চরণ পূজা করিয়া গিয়াছেন, তাহার আভাস আমরা তাঁহাদের রচিত পদ-সমূহে প্রাপ্ত হই। সাধক প্রবর "প্রসাদের" প্রসাদপদাবলী এবং "কমলাকান্তের" কোমল-কান্ত-পদ-সমূহ ভগবদ্ভক্তের নিকট অতি আদরের সামগ্রী, উহা বিধাতার প্রদত্ত বিশেষ প্রসাদ। শ্রীচরণ সম্বন্ধে "প্রসাদের" প্রসাদ গুণসম্পন্ন কোন কোন পদের অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

আধি ব্যাধিময় সংসার পারাবারের ভীষণ তরঙ্গ দর্শনে সাধক কবি সন্ত্রস্তহইয়া—অকূলের একমাত্র ভরসা পার হইবার অবলম্বন চরণ তরীর আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া গাহিতেছেন—

"অপার সংসার নাহি পারাপার, ভরসা শ্রীপদ, সঙ্গের সম্পদ,
বিপদে তারিণী করগো নিস্তার।
যে দেখি তরঙ্গ অগাধ বারি,
ভয়ে কাঁপে অঙ্গ ডুবে বা মরি,
তার কৃপা করি, কিঙ্করে তোমারি, দিয়ে চরণতরী, রাখ এইবার॥"

যে অর্থের মোহিনী মায়ায় জগতের অধিকাংশ লোক লালায়িত, যে ধন পাইবার আশায় মানুষ না করিতে পারে এরূপ অপকার্য্যই নাই, যে ধন-লোভে প্রচুর ধনশালী হইলেও মানুষ, ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে কোন প্রকার সঙ্কুচিত নহে, অধিকাংশ

লোকের চক্ষে যে ধন একমাত্র সার পদার্থ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, সেই ধন অতি সামান্য, অতি তুচ্ছ পদার্থ—জ্ঞানে সাধকপ্রবর ধনের ধন পরম ধন—হৃদয়-ভূষণ রাঙ্গা চরণ হৃদি-পদ্মাসনে রাখিবার প্রার্থনা জানাইতেছেন।

"কাজ কি সামান্য ধনে। ওকে কাঁদ্‌ছে গো তোর ধন বিহনে॥
সামান্য ধন দিবে তারা, পড়ে রবে ঘরের কোণে।
যদি দেও মা অভয় চরণ, রাখি হৃদি পদ্মাসনে॥"

রাঙ্গা পা দু'খানি হৃদয়ে স্থাপন করিয়া তিনি পরিতৃপ্ত নহেন; তাই চন্দন-স্পর্শ-শীতল রক্তজবা মাতৃপদতলে দিতে অগ্রসর হইয়া বলিতেছেন—

"বসন পরো মা, বসন পরো তুমি।
রাঙ্গা চন্দনে মাখিয়ে জবা পদে দিব আমি।"

রাঙ্গা পা দুখানির মাধুর্য্য যিনি প্রকৃষ্টরূপে আস্বাদন করিয়াছেন—উহার অণুতে পরমাণুতে যিনি ভাব-রসের বৈচিত্র্যময় তরঙ্গ ভঙ্গ দর্শন করিতেছেন—উহার সৌন্দর্য্যই প্রকৃত এবং সকল জড়ীয় ও চৈতন্যময় জগতের মূল বলিয়া ধরিয়া, যিনি মহাভাবের আনন্দসাগরে অনাবিল প্রীতি উপভোগ করিতেছেন, তিনি পাদুখানির তলদেশে সকল তীর্থের আবির্ভাব দৃষ্টিগোচর করেন। আমাদের চিরবন্দ্য ভক্ত-কবি পাদুখানির মধ্যে রাশি রাশি তীর্থের সমাবেশ সন্দর্শনে, তেজোগর্ভ ভাষায় বলিতেছেন—

"আর কাজ কি আমার কাশী।
মায়ের পদতলে পড়ে আছে, গয়া গঙ্গা বারানসী।
হৃদ্-কমলে ধ্যান-কালে, আনন্দ সাগরে ভাসি,
ওরে, কালীর পদ কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি॥"

আমরা মহা মোহে আচ্ছন্ন—বিষয় বিমুগ্ধ জীব; বিষয় বণ্টনে—(ন্যায় হউক, অন্যায় হউক) বিষয়ের উপরে স্বত্ব স্থাপনে সদাই সচেষ্ট। ভক্তের কাম্য পদার্থ যেরূপ অদ্ভুত, তাঁহার দাবীও তদ্রূপ অসাধারণ। মাতৃদত্ত ধনে পিতার অধিকার জন্মিতে পারে না, এই অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করিয়া শ্রীচরণে আত্ম-বিক্রীত প্রেমিক মহাপুরুষ, রাঙ্গা পা দুখানির উপর কিরূপ স্বত্ব সাব্যস্ত করিতেছেন, দেখিবার ও ভাবিবার বিষয়। ভক্ত কবি অন্তর্বলের জীবন্ত নিদর্শন প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—

"এবার আমি বুঝ্‌ব হরে। মায়ের ধরব চরণ লব জোরে॥
ভোলানাথের ভুল ধরেছি, বল্‌ব এবার যারে তারে॥
সে যে পিতা হ'য়ে মায়ের চরণ, হৃদে ধরে কোন্ বিচারে?
পিতা পুত্রে এক ক্ষেত্রে দেখা মাত্রে বল্‌ব তারে।
ভোলা,—মায়ের চরণ, করে হরণ, মিছে মরণ দেখায় কারে।
মায়ের ধন সন্তানে পায়, সেধন নিলে কোন্ বিচারে?
ভোলা, আপন ভাল চায় যদি সে,—চরণ ছেড়ে, দিক্ আমারে॥

যে কমলাকান্ত "দরিদ্রের ধন, ও রাঙ্গা চরণ, হৃদয়ে করেছি সাররে" বলিয়া রাতুল চরণই সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিয়াছিলেন—যিনি প্রাণের গভীর উচ্ছাসভরে মায়ের যুগল পদের মহিমা জ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছিলেন—

"কাশী যেতে কভু নাহি ভালবাসি।
শ্যামা মায়ের যুগল পদে, গয়া গঙ্গা বারাণসী॥"

যিনি ভব-বারিধির কূল দেখিতে না পাইয়া এক সময়ে বিপদ বারিণী স্নেহময়ী জননীর উদ্দেশে অতি কাতর স্বরে বলিয়াছিলেন—

"কমলাকান্তের ভার, মা বিনে কে লবে আর,
ও মা চরণ-তরী শরণ দিয়ে, সঙ্গে লয়ে দেশে চল ॥"

সেই মাতৃগত প্রাণ শক্তি-সাধক তেজস্বী ভক্ত-কবির চরণ-বিষয়ক একটী মাত্র পদ আমরা উদ্ধৃত করিতেছি।

"মজ্‌লো আমার মনভ্রমরা, শ্যামা পদ নীল-কমলে।
যত বিষয়-মধু তুচ্ছ হলো, কামাদি কুসুম-সকলে ॥
চরণ কাল, ভ্রমর কাল, কালয় কালয় মিশে গেল,
দেখ পঞ্চতত্ত্ব প্রধান মত্ত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে ;
কমলাকান্তের মনে, আশা পূর্ণ এত দিনে,
দেখ, সুখ-দুঃখ সমান হলো, আনন্দ-সাগর উথলে ॥"

এই একটিমাত্র পদই সাধক প্রবরের চরণ-চিন্তার পূর্ণ অভি-ব্যক্তি। অনন্ত ভক্তি-সিন্ধুর কণিকা মাত্র আমরা স্পর্শ করিলাম। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে কয়েকজন মাত্র ভক্তের কথা আলোচনা করা হইল। এই আলোচনা অসম্পূর্ণ হইলেও যোগ্যব্যক্তির হস্তে সে অভাব পূর্ণ হইবে, ভরসা করা যায়।

ভারতবর্ষ ভক্তিপ্রধান স্থান, উহা ভক্তি-তরু উৎপাদনের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল ক্ষেত্র। এই ভারতে অসংখ্য ভক্ত জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, দেশ তাঁহাদের আবির্ভাবে পবিত্র, ধন্য, উন্নত এবং গৌরবান্বিত হইয়াছে। সেই সকল মহাজনের নাম করিলেও প্রাণ পবিত্র হয়। হিন্দু এক্ষণে সাধারণতঃ বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়াছেন, একথা স্বীকার্য্য বটে, কিন্তু ভক্তের সংখ্যা হ্রাস হইলেও, হিন্দুস্থান ভক্তশূন্য হয় নাই, হইবেও না, হইতে পারে না।

আমাদের পূর্ব্বতন মহাজনগণ যে অমূল্য রত্নরাজি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা স্পর্শ করিলেও আমরা ধন্য হইতে পারি। স্পর্শ

মণির যোগে লৌহ স্বর্ণকান্তি ধারণ করে। শ্রীভগবানের চরণ-রেণু-স্পর্শে পাষাণ হইতে মানবীর উৎপত্তি হয়, বামনরূপ ধারণ করিয়া শ্রীভগবান শিরোদেশে পাদপদ্ম স্থাপন করিয়া ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করেন।

এরূপ স্থলে আমাদের নিরাশ হইবার কারণ নাই। শ্রীভগবানের চরণ যুগলই আমাদের ভরসা। এস ভাই, ভয় ভাবনা দূর করিয়া আশ্বস্ত হও। কলির জীব দুর্ব্বল বলিয়া ভীত হইবার কারণ নাই। ঐ দেখ প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ করুণার ভাণ্ডার খুলিয়া রাখিয়া শ্রীচরণ-যুগলের মধু পান করিবার জন্য মধুর স্বরে আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। স্বয়ং অবতারী, ভক্তভাবে শ্রীচরণের মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিয়া, তদভিমুখে জীবের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য বলিতেছেন—

"অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমেভবাম্বুধৌ
কৃপয়া তব পাদ পঙ্কজস্থিত-ধূলী-সদৃশং বিচিন্তয় ॥"

ভাবোচ্ছ্বাস।

[শ্রীচরণ-চিত্রপট সন্দর্শনে]

(১)

অতুল লাবণ্য ভরা, অপরূপ ধন,—
সাধকের চিন্তনীয় ভবের আরাধ্য,
সুপদ্মের রসময়,—রাতুল-চরণ,
জ্ঞানীর অগম্য, শুধু শুদ্ধপ্রেমেবোধ্য;

হীরক-মণ্ডিত ওই রত্ন-সিংহাসনে,—
কমলকর্ণিকা'পরে কত শোভা ধরে.
অনন্ত ভূষমাধার দিব কার সনে—
তুলনা উহার ? বর্ণ বর্ণিবারে হারে।
পাদপদ্ম ! ভাবুকের ভাবের চিত্রণ,
পাদপদ্ম ! বুঝাবার বলিবার নয়,
পাদপদ্ম ! ভকতের হৃদয়-রতন ;
পাদপদ্ম ! জড় নয় বিশুদ্ধ চিন্ময়।
হেন 'রাঙ্গা পা দু'খানি থাকিতে তোমার,
কিবা দুঃখ, কিবা তাপ, রে মন আমার !

(২)

এই পাদপদ্মপ্রভা পাইয়া প্রকৃতি—
রূপময়ী, হাস্যময়ী, চিত্তবিনোদিনী,
গোধূলি, সোণার মেঘে আর উষাবতী—
অরুণ বরণে হয় মানসমোহিনী।
সরসীর-নীরে ফুটি' রক্ত শতদল,—
মানবের মন হরে রক্তিম আভায়,
শশধর সুশোভিত করে নভস্থল
শীতল কিরণ দানে, পরাণ জুড়ায়।
কুঙ্কুম রঞ্জিত ফুল্ল কুসুম নিচয়—
অবচয়ি'করে নর তোমার অর্চ্চনা,
ইহাদের একমাত্র তুমি মূলাধার,
যেন তারা তবদত্ত করুণার কণা।

অসমোর্দ্ধ রসময় রাতুল-চরণ।
শুষ্কপ্রাণে কর বিন্দু রস বিতরণ ॥

(৩)

'রাঙ্গা পা দু'খানি,' আহা মরি কি সুন্দর!
শঙ্খচক্র গদাপদ্ম আদি চিহ্ন ল'য়ে,—
কত শোভা বিকাশিছে অতি মনোহর,
এক চিহ্নে, শত পাপ দেয় ধোয়াইয়ে।
"রাঙ্গা পা দু খানি"! তার পদনখদ্যুতি—
কার সহ দিব বল তাহার তুলনা?
(এ যে) শত রবিশশী তারা প্রকাশিয়া জ্যোতিঃ—
হরে ধ্বান্ত, শান্ত হয় পাপের বাসনা।
প্রভাতে রবির কর গগন হইতে—
আসি' ধীরে ধীরে তমঃ সরা'য়ে অন্তরে,—
ঝলমল্ করে কিবা ধরার অঙ্গেতে,
বক্ষঃ তার শোভা পায় উজ্জ্বল মধুরে।
যুগল-চরণে নখজ্যোতি-কণাচয়,
করিবে কবে বা দীপ্ত হিয়া তমোময়!

(৪)

শান্তি কোথা? শান্তি, এই 'রাঙ্গা পা দুখানি,'
নিরমল সুখ কোথা? যুগল চরণে।
কোথা প্রীতি জীব-চিত্তসরসকারিণী?
রাতুল চরণে রাজে, নাহি অন্য স্থানে।
তীর্থকুলে পাপ হরে সে তীর্থের মূল
এই 'রাঙ্গা পা দু'খানি' চিরপুণ্যময়।

মোহমদে মত্ত জীব করে কত ভুল,
পাদপদ্ম হয় কিন্তু শেষের আশ্রয়।
তাই বলি ওরে মন! তবুও কি তোর—
পি'তে সাধ অহরহঃ মোহের মদিরা ?
এখনও কি ভাঙ্গিল না তোর ঘুমঘোর!
কতকাল র'বি বল এত আত্মহারা ?
রসিক হইয়া রস না করিলি পান।
কিসে তোর সুশীতল হবেরে পরাণ!

শ্রীচরণ-স্তোত্র।

(রাগিণী মল্লার তাল কাওয়ালী।)

বন্দে চরণম্।
নবনীত কোমলম্, পরশ শীতলম্
অতুলং রাতুলং চরণম্॥
,ভক্তজন-চিত সদা-বিমোহনং,
জ্ঞানীর জ্ঞানগম্য দুরলভ ধনম্,
কর্ম্মীজনগণ মানস-রঞ্জনং
শোক-ছেদনং চরণম্।
কোটি কোটি চন্দ্রশোভা অই শুভ্র নখরে,
কোটি কোটি কোকনদ-রাগ, বরণ যে ধরে
এ সৌন্দর্য্য ভুলি, কেন লোকে মরে ?
সুষমা আকরং নমামি চরণং,
প্রেমদায়কং চরণম্॥

তুমি ধন, তুমি মন, তুমি শান্তি-নিকেতন,
ত্বংহি জীবন জড় দেহে,
তুমি গতি, তুমি মুক্তি, তুমি ভক্তি তুমি শক্তি,
পূজা তব হেরি নিত্য ভকত গেহে॥
ত্বংহি মাধুর্য্যরসদায়কং,
ত্বংহি মহাভাব জনকম,
মহাপ্রকাশম্, নমামি ত্বাম্।
নমামি মম জীবনং চিন্ময়াপরূপ-রূপম
রসরস পুষ্ট চরণম্।
বন্দে চরণম্।
নূপুর শোভিতং, কুঙ্কুম-রঞ্জিতং,
মমচিরবাঞ্ছিতং চরণম্॥

মাধুরী।

আমি, প্রেমের অঞ্জন, নয়নে মাখিয়া,—
কি শোভা হেরিনু আজ।
অতুল রূপের মাধুরী লইয়া,
প্রকৃতি পরিল সাজ॥
আমার, হৃদয়ের দুঃখ, অবসাদ ছায়া,
গেল দূরে—অতি দূরে।
অরুণের ভাতি, প্রকাশে যেমতি
অন্ধকার যায় স'রে॥
কি উদার ভাব, দেবরাজ্য হ'তে,
আসিল আমার প্রাণে।

আলোকিত হিয়া, যেন মহীতল—
শশীকর-বিতরণে ॥
যেন, ঐন্দ্রজালিকের, দণ্ডের প্রহারে,
কি ভাব সঞ্চার হ'ল।
মাধুরী, মাধুরী, অপূর্ব্ব মাধুরী,
কি মাধুরী ছড়াইল ॥
হেরি নভস্তলে, জলদ সঞ্চার,
তাহে সৌদামিনী খেলে।
যুগল রূপের, অতুল লাবণ্য,
যেন, প্রকৃতি ধরিল খুলে ॥
সাগর গামিনী, হেরিনু তটিনী,
তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসে ধায়।
অভিসারোদ্দেশে, রাধা বিনোদিনী—
শ্যাম পানে যেন যায় ॥
বনফুল হেরে, আনন্দ-লহরী,
হৃদয়ের মাঝে ছুটে।
বনমালা গলে, যেন বনমালী,
প্রকটিত চিত্ত-পটে ॥
তমালে জড়িত, কনক লতিকা,
হেরিলাম কি সুন্দর।
শ্যামাঙ্গের সনে, হেমাঙ্গ-বরণী,
শোভে যেন মনোহর ॥
মাধবীরে হেরি, নয়ন ভরিয়া,
মনে পড়ে মাধবেরে।

অতসী, চম্পক, হেরিয়া আমার,
মনে আসে শ্রীরাধারে ॥
এই রূপ আমি, যে দিকেতে চাই,
কি মাধুরী পরকাশে।
যুগল রূপের, অঙ্গকান্তি মাখি,
প্রকৃতি যেন বা হাসে ॥
দেখিতে দেখিতে, রূপের লহরী,
হেরি কিবা মনোলোভা—
সরোবর নীরে, রক্ত কোকনদ—
পুষ্পোদ্যানে রক্তজবা।
মনেতে পড়িল, রাঙ্গা পা 'দু'খানি,
চির আকাঙ্ক্ষিত ধন।
লুবধ ভ্রমর, নয়ন আমার,
করে তাহা দরশন ॥
নেহারি' সে আভা ফিরাতে না পারে—
বিভোর সুরস পানে।
মাতিয়া উঠিল, পরম পুলকে,—
রাঙ্গা পা দু'খানি-পানে ॥
সহসা এ কিরে, কোথায় আসিনু,
কোথা অপ্রাকৃত-সুখ।
মুছিল অঞ্জন, কামনা-জগতে,
আবার কামের দুঃখ।
ক্ষণেকের তরে, আজি প্রেমভরে—
সে মাধুরী আমি পাই—

হৃদয়ের মাঝে, হে রাধারমণ!
দেখিবারে সদা চাই।
তা'হলে নয়ন, হইবে সার্থক,
জীবন সফল হবে।
দুঃখের তিমির, দীপ্ত প্রেমালোকে,
(চির) শান্তি হ'য়ে বিরাজিবে ॥

শ্রীশ্রীযুগল-চরণ।

(১)

(মনরে) যুগল চরণ কর সার।
ঘুচিবে প্রাণের দুঃখ, পাবে নিরমল সুখ,
হবে হিয়া শান্তির আধার ॥

(২)

(মনরে) যুগল চরণ সার ধন।
বিষয়-কেতকী ফুলে, আর কতকাল ভুলে,—
সহিবিরে কণ্টক বেদন ॥

(৩)

পাদপদ্ম অমৃত পাথার।
এ অমৃত-সিন্ধুজলে, "জয় রাধাকৃষ্ণ" বলে,
নিত্যানন্দে দাওরে সাঁতার ॥

(৪)

(ওরে মন) প্রেম কেন্দ্র চরণ কমল।
ভোগের আসক্তি ছাড়ি,' দুষ্ট চিন্তা পারহরি,'
কেন্দ্রে লক্ষ্য রাখরে কেবল ॥

(৫)

পদ-যুগ পরশ রতন।

প্রীতির সু-অনুরাগে, এ পরশ স্পর্শযোগে

হও তুমি কষিত-কাঞ্চন ॥

(৬)

(মনরে) পিপাসা মিটিয়া যাবে তোর।

কল্পতরু "পা দু'খানি" পরম আশ্রয় জানি,

ভজ সদা যুগলকিশোর ॥

(৭)

(মনরে) ইতর রসে না আর মজ।

আনন্দ চিন্ময় রস, পিতে সদা কর আশ,

ধর ওরে শ্রীপদ-পঙ্কজ ॥

(৮)

পাদ-পদ্ম কল্যাণকারণ।

অকল্যাণ দূরে যাবে, দুর্ভাবনা নাহি রবে,

সর্ব্বাভিষ্ট হইবে পূরণ ॥

(৯)

আয়ুঃত ফুরায়ে এল তোর।

দিন দিন তনুক্ষীণ, গেলরে গেলরে দিন,

কবেরে ভাঙ্গিবে ঘুমঘোর ॥

(১০)

পাপ-পথ কররে বর্জ্জন।

লও পথ ঠিক ক'রে, চল ওরে ধীরে ধীরে,

দৃঢ়ভাবে ধর শ্রীচরণ ॥

(১১)

"মাভৈঃ মাভৈঃ !" ওই বলে যেন কে,

ওই সুমধুর বাণী, যেন মৃত সঞ্জীবনী,

সকলই চরণে সঁপি দে ॥

(১২)

সর্ব্বস্ব করিলে সমর্পণ।

হবে তোর ভাবসিদ্ধি, আসিবে পরম ঋদ্ধি,

'যুগল" কি বুঝিবি তখন ॥

(১৩)

এ যে বড় দুরলভ ধন।

কামে নয়, নয় ভোগে, মিলে প্রেমে, শুধু ত্যাগে,

চাই রতি, চাই এক মন।

তবে পাবি "যুগল চরণ ॥"

প্রশ্নোত্তরমালা।

অমেয় অমিয়ভরা, সুষমার খনি।

হয় কিবা? শ্রীহরির শ্রীচরণ-মণি ॥

এ জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয় কোন্ ধন?

শ্রীভগবানের শুধু রাতুল চরণ ॥

কোন্ বস্তু এ জগতে বস্তুবলে মানি?

রাঙ্গা পা দু'খানি, শুধু রাঙ্গা পা'দুখানি ॥

সৌন্দর্য্যের-মাধুর্য্যের কোন্ বস্তু মূল?

রাতুল চরণ, শুধু চরণ রাতুল ॥
নিতু নবভাবে ভরা অপূর্ব্ব দর্শন,—
কোন বস্তু প্রতিক্ষণে হয় সুধাময় ?
ভকতের প্রাণারাম শ্রীচরণদ্বয় ॥
এ জগতে কোন্ বস্তু হয় নিত্যধন ?
চিদানন্দ-রসময় এ রাঙ্গাচরণ ॥
জ্ঞানমধ্যে কিবা হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান ?
যে জ্ঞানে প্রদান করে চরণ-সন্ধান ॥
কর্ম্ম মধ্যে কোন্ কর্ম্ম সর্ব্বোত্তম জানি ?
যে কর্ম্ম মিলায়ে দেয় রাঙ্গাপা দু'দুখানি ॥
যে কর্ম্মের কেন্দ্রস্থল চরণ কমল।
যে কর্ম্মেতে রয় চিত্ত চরণে অটল ॥
সেবা মধ্যে কোন্ সেবা জগতে অতুল ?
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয় সেবা চরণ রাতুল ॥
রিপুকুল কা'র কাছে মানে পরাজয় ?
রাঙ্গা পা দুখানি যার জীবন আশ্রয় ॥
আধি ব্যাধি-ভয়-চিন্তা নাহি থাকে কা'র ?
রাতুল চরণে নিষ্ঠা সদা আছে যার ॥
অনাবিল সুখ কোথা মিলিবে তোমার ?
যুগল চরণ-ভাব সকলের সার ॥
কলুষ-কালিমা দুষ্ট মানবের মন—
বিশুদ্ধ হইবে কিসে ? স্মরিলে চরণ ॥
কিসে তাপ-দগ্ধ প্রাণ হইবে শীতল ?
শরণ কররে যুগ্ম চরণ-কমল ॥

হাহাকার দুর্নিবার কিসে বা থামিবে ?
শ্রীচরণে দৃঢ়রতি যখন আসিবে॥
মন যে চৌদিকে ছুটে বড়ই অধীর।
বুঝিতে না পারি কিসে হইবে সুথির॥
সুদৃঢ় বিশ্বাসে কর চরণ স্মরণ।
কোথায় চাঞ্চল্য যাবে স্থির হবে মন॥
মানবজীবন কিসে হবেরে সফল ?
পূজিলে ভকতি-ফুলে শ্রীপদ কমল॥
কা'র কথা-বলিবারে না পারে অনন্ত ?
শ্রীচরণ তত্ত্বকথা কে করে সিদ্ধান্ত ?
ওরে ভাই তবে কেন বিষয়ে তৎপর ?
চরণ-কমলে হও মুগধ-ভ্রমর॥
স্মরণ কররে শুধু রাঙ্গা পা দু'খানি।
পূজরে আনন্দে মাতি রাঙ্গা পা দু'খানি॥
না মজি ইতর রসে, ছাড়ি কোলাহল।
সেবরে প্রীতির সহ চরণ কমল॥
রাঙ্গা পাদু'খানি হয় দুর্ব্বলের বল।
রাঙ্গা পাদু'খানি হয় অন্তিম সম্বল॥
রাঙ্গা পাদু'খানি হয় অগতির গতি
থাক এই পাদপদ্মে থাক দৃঢ়মতি॥
রাঙ্গা পাদু'খানি বিনা কিছু নাহি আর।
জীবন মরণে কর পাদু'খানি সার॥

শ্রীচরণ স্পর্শান্তে।

(অহল্যার উক্তি)

(১)

কি মধুর পরশ শীতল !
চরণ-পরশ গুণে,
পরাণ আনে পাষাণে ;
নারী জন্ম হইল সফল ॥

(২)

অভিশাপ গেল এত দিনে।
চরণ-পরশ পেয়ে,
পরমা গতি লভিয়ে,
কি আনন্দ পাইনু জীবনে ॥

(৩)

দুঃখ অন্তে সুখ কি মধুর !
সমুজ্জ্বল নিদর্শন—
আজি করি দরশন,
পুলকে পরাণ ভরপুর !!

(৪)

নহে কিছু অ : আধার।
অমঙ্গল আজ যাহা,
শুভকর কাল তাহা।
শুভাশুভ মনের বিকার ॥

(৫)

অভিশাপে নাহি মোর দুঃখ।
পরিণাম এই তার,
পাদস্পর্শ-অধিকার !
শুভভাগ্য কিবা আছে আর ?

(৬)

হে স্বামিন্ ! নাহি কিছু দোষ ;
এস দেব, এস পতি,
এস হে নারীর গতি,
তব প্রতি আছে কিবা রোষ ?

(৭)

দাও প্রেম-আলিঙ্গন মোরে।
শ্রীচরণ-মাধুরীর—
অর্দ্ধ অংশ লহ, ধীর ;
এস, ডুবি আনন্দ-সাগরে।

(৮)

হ'ল নব জীবন সঞ্চার।
চরণ-কমল ধন্য,
ধন্য আমি, তুমি ধন্য,
মাধুরীর হউক প্রচার ॥

(৯)

এস নাথ, এসহে আশ্রমে।
হ'য়ে দোঁহে কুতুহলী,
পুঞ্জে পুঞ্জে পুষ্প তুলি,
ঢালি চল রাতুল চরণে ॥

সখী-সম্ভাষণ।

(শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর উক্তি)

সখিরে,

দুষিও না তারে, সে যে পরম দয়াল রে, গৌরাঙ্গ সুন্দর।
প্রেম দাতা শিরোমণি, সর্ব্বদুঃখহারী রে, পুরুষ প্রবর॥
জগৎ-মঙ্গল তরে, তার আবির্ভাব রে, মঙ্গল-নিদান।
যুগে যুগে হই আমি তার নিত্য দাসী রে, অভেদ-পরাণ॥
মাধুর্য্য-মণ্ডিত তার রাঙ্গা পা দু'খানি রে, বক্ষেতে রাখিয়া—
নিতু নব আনন্দেতে, ভুলিয়া বিরহ রে, যেতেছি ভাসিয়া॥
নাম সত্য ঠিক্ যেন প্রকট মূরতি রে, সুষমার খনি।
প্রতি অঙ্গ স্ফুরে হৃদে, বিশেষ রূপেতে রে, পদ-নখমণি॥

সখি,

আমারে ত্যজিয়া প্রভু করিল সন্ন্যাস রে, নাহি দুঃখ মোর।
আবির্ভাবে, শুধু ত্যাগে, কেটেছে ভবের রে, পাপতমঃ-ঘোর।
পরের মঙ্গল লাগি সর্ব্বস্ব বর্জ্জন রে, কে এমন করে?
হেন মহাপুরুষের রাঙ্গা পা দু'খানি রে, আছি বক্ষে ধরে॥
মোর সম ভাগ্যবতী আছে কে জগতে রে, প্রাণেশ আমার—
জগৎ করিল ধন্য, দৈন্যে দাম্ভিকের রে, চূর্ণ অহঙ্কার॥
মানসেতে প্রতিক্ষণে, করিছি স্মরণ রে, চরণ কমল।
সেই ত পরম সুখ ব'লে আমি মানি রে, সুখ নিরমল॥

প্রার্থনা। *

(১)

ওরে মন! অসতের সঙ্গ পরিহর।
সাধু সঙ্গে করি বাস, কর সেবা অভিলাষ,
শ্রীচরণে সদা নিষ্ঠা কর॥
বিষয়-বাসনা যত, দূরে রাখি অবিরত,
চিন্তা কর যুগল চরণ।
স্মরণে চিন্তনে পদ, ঘুচিয়া যাবে বিপদ,
পাদপদ্ম লভিবে তখন॥
সখীর অনুগা হ'য়ে, ভজন-ক্রিয়া আশ্রয়ে,
হও, মন, সাধন-নিরত।
সে সাধনা সিদ্ধ হবে, রাতুল চরণ-লাভে,—
পূর্ণ তব হবে মনোরথ॥
কামের মন্ত্রণা আর, শুন না রে মন আমার,
প্রেমের আদেশ লও মানি।
কাটিবে মনো বিকার, দূর হবে হাহাকার,
পাইবে "শ্রীরাঙ্গা পাদু'খানি॥"

প্রার্থনা।

(২)

ওরে মন! ভাবনা কি আছেরে তোমার?
মিছামিছি মায়াঘোরে, মর কেন ঘুরে ফিরে,
রাঙ্গা পা দু'খানি ভাব সার॥

* শ্রীশ্রীরাঙ্গা পাদু'খানি স্মরণে, শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের পদাঙ্কানুসরণে "প্রার্থনা' কবিতা চতুষ্টয় লিখিত।

চরণে আশ্রয় যার, কোথায় বিপদ তার ?
দুর্ভাবনা ভয় যায় দূরে।
রাঙ্গা পাদু'খানি স্মরি', পথের সম্বল করি,
চল পথে ধীরে, অতি ধীরে ॥
আত্মসুখ ভুল, মন, কর স্বার্থ বিসর্জ্জন,
প্রেমডোরে বাঁধ শ্রীচরণে।
শোক-তাপ দূরে যাবে, অপ্রাকৃত সুখ পাবে,
উল্লাস বাড়িবে দিনে দিনে ॥
রবে না শমন-ভয়, হিয়া হবে শান্তিময়,
রাজ রোষ হবে ভস্মীভূত ।
যত চার্ব্বাকের দল, অত্যাচারী আর খল,
ভ্রান্তি ত্যজি' হবে পূতচিত ॥
সুদৃঢ় বিশ্বাস বলে, বিঘ্ন বাধা যাবে চ'লে,
নিরাপদে হইবে সাধন।
সর্ব্বরত্ন শিরোমণি, যুগলের পা দু'খানি
সখী ভাবে হবেরে ভজন ॥

প্রার্থনা।

(৩)

ওরে ভাই, মিছা কাজে দিন গেল ব'য়ে।
এখনো কিসের লাগি, বিষয়ের অনুরাগী,
কি নেশায় আছ মত্ত হ'য়ে ?
দিন দিন, যায় দিন, প্রতিদিন আয়ু ক্ষীণ ;
বিমলিন ভাবিয়ে ভাবিয়ে।

এঘোর ভব সংসার, কেমনে হইবে পার,
না দেখিলে একবার চেয়ে।
যা হবার হ'য়ে গেছে, এখনো সময় আছে,
শ্রেয়ঃ কিবা, কররে নির্ণয়।
শিয়রে শমন-ভয়, এ দেহ ত স্থায়ী নয়,
এই ভাবি কর পদাশ্রয়॥
দুর্লভ মানব জন্ম, লভি যে না বুঝে মর্ম্ম,
তার সম নাহি অভাজন।
তাই বলি তোমারে, সবিনয়ে জোড়-করে,
ভজ নিষ্ঠা সহ শ্রীচরণ॥
কলেবর কর পুষ্ট, দেহ-সাজে থাক তুষ্ট,
সে তনুর ভাব পরিণাম।
কোথায় রহিবে দেহ, কোথায় বা থাকিবে গেহ,
কোথায় বা লভিবে বিরাম?
বিজনে ভাবিয়ে দেখ, অন্য চিন্তা দূরে রাখ,
বুঝিবে কিসের অহঙ্কার।
তখন লইবে মানি শ্রীশ্রীরাঙ্গা পা দু'খানি—
বিনা, গতি কিছু নাহি আর॥

প্রার্থনা।

(৪)

কবে হেন শুভদিন হইবে আমার?
বিষয়ে গরল বলি', ফেলিব দূরেতে ঠেলি,
পদ-সুধা পিব অনিবার॥

সদা সখী ভাবাশ্রয়ে, থাকিব প্রনত হ'য়ে;—
করিব মানসে ব্রজে বাস।
যুগলের শ্রীচরণে, ভাব পুষ্পাঞ্জলি দানে,
উথলিবে আনন্দ উচ্ছ্বাস॥
কভু বা ভৃঙ্গার ল'য়ে, সখীর করেতে দিয়ে,
চেয়ে রব সতৃষ্ণ নয়ন।
সখী মোর সেই জলে, ধোয়াবে পদ কমলে,
হব আমি আনন্দে মগন॥
কভু বা চন্দন করে, রহিব অনতি দূরে,
সখী তাহা লইবে চাহিয়া।
পদযুগে মাখাইবে, কিবা সুখ উপজিবে;
উল্লাসে পূরিবে মোর হিয়া॥
হায়! হেন দিন হবে, নূপুর নিক্বণ যবে—
দিবা নিশি শুনিব শ্রবণে।
সংসারের কলরব; হইবে নীরব সব,
মঞ্জীর-আরাব সদা শুনে॥
বৃথা মোর এই আশ, ব্যর্থ মোর অভিলাষ,
আকাশ-কুসুম সম কথা।
কোথা আমি আছি প'ড়ে, দূরে, দূরে, অতি দূরে,
নরকের কীট আছি কোথা॥
তবে যদি কৃপা কর, হে কিশোরি! হে কিশোর!
আসিবে, আসিবে দিন শুভ।
সদা শুদ্ধ চিত্ত হ'য়ে, প্রকৃতির ভাব ল'য়ে,—
দাসী হ'য়ে চরণ সেবিব॥

অষ্ট সখীর শ্রীচরণ-সেবা।

মরি মরি কি সুন্দর রাঙ্গা পা দু'খানি

কমল-আসনে শোভাময়।

বারেক হেরিলে, আর বারেক স্মরিলে রে

পুলকে পরাণ পূর্ণ হয়॥

গোপী-চিত্ত বিমোহন অপরূপ ধন রে,

সখী-গণ তাই আসি মিলে।

বেষ্টন করিয়া ওই সতৃষ্ণ হইয়া রে,

দাঁড়াইয়ে আছে রে সকলে।

কোন সখী করে লয় কনক ভৃঙ্গার রে,

পদযুগ ধুইবার আশে।

কোন সখী মুছিবার তরে অগ্রসর রে,

এলায়িত তার কেশ পাশ॥

চামর লইয়া কেহ হইল উদ্যত রে,

করিবারে মধুর ব্যজন।

কেহ বা নূপুর, পদে দিবে পরাইয়ে রে,

করিয়াছে করেতে গ্রহণ।

কারো করে অলক্তক, কারো বা চন্দন রে,

মাখাইতে যুগল চরণে।

কোন সখী রক্তজবা, কেহ বা কমল রে

আনিয়াছে অতীব যতনে॥

এইরূপে অষ্ট সখী, অষ্ট রত্ন ল'য়ে রে,

সেবিছে শ্রীযুগল চরণ।

সেবা অধিকার ভক্তি' পশ্চাতে থাকিয়া রে

আমি কি করিব দরশন?

সখী-সম্ভাষণ ।

সখি রে, নব নব ফুল আমি করেছি চয়ন ।
দিতে শ্যাম পদতলে, প্রেমানন্দে কুতূহলে,
পরাণেতে সাধ মোর জাগে অনুক্ষণ ॥

(২)

কুসুমের আস্তরণ পথেতে বিছায়ে—
রেখেছি, রেখেছি, সখি, দেখনা ফিরায়ে আঁখি,
কুসুমের সিংহাসন রেখেছি রচিয়ে ।

(৩)

আঁখি জলে পূর্ণ ওই হের লো ভৃঙ্গার ।
আসিবে যখন শ্যাম, হব ওলো পূর্ণকাম,
ধোয়াইয়ে ধীরে ধীরে, পদযুগ তার ॥

(৪)

সখি রে, শ্যামের রাতুল পদ হ,য়েছে ধেয়ান ।
অন্য চিন্তা পরিহরি, শ্যাম পদ শুধু স্মরি,
বিরহের দুঃখ করি বিষামৃত জ্ঞান ॥

(৫)

বাঁটিয়ে রেখেছি সখি, অগুরু চন্দন ।
কৌটায় ভরিয়ে রাখি, পথ পানে চেয়ে থাকি,
প্রবল তিয়াস প্রাণে, করিতে ম্রক্ষণ ॥

(৬)

এ সাধ কি আর মোর, হইবে পূরণ ?
শ্যাম গেছে মথুরায়, আমি কোথা, দূরে হায় !
কেবল আসার আশে রেখেছি জীবন ॥

(৭)

না, না, সখি, আমি শুধু করি পদধ্যান।
শ্যামের সুখেতে সুখী, শ্যামের দুঃখেতে দুঃখী,
হই আমি, ইহাই ত প্রেমের বিধান॥

(৮)

মথুরার রাজা শ্যাম, কুব্জা তার রাণী।
শ্যাম সুখী সিংহাসনে, একাকিনী বসে কানে,
ইহা আমি সব চেয়ে সুখ ব'লে মানি॥

(৯)

সখিরে, মানস-মন্দিরে করি প্রতিমা গঠন—
তার সেই শ্রীচরণ, সদাই করি, স্মরণ—
নব নব ভাব পুষ্পে করিব অর্চ্চন॥

(১০)

সেই মোর সুখ, সখি, অসীম অপার।
সেই মোর মহামন্ত্র, সেই মোর জপতন্ত্র,
সেই মোর ধন, মন, জ্ঞান সে আমার॥

(১১)

ভাবিতে ভাবিতে সেই রাঙ্গা পদদ্বয়—
দেখিব হৃদয় ভ'রে অন্তরের প্রতি স্তরে—
ভাবের সহস্র আঁখি হইবে উদয়॥

(১২)

সে নয়নে পান করি, অতুল মাধুরী,—
কি আনন্দ উপজিবে, ভাষায় কে প্রকাশিবে?
ক্ষুধা মোর যাবে, সুধাপিয়ে প্রাণ ভরি॥

(১৩)

বলিতে বলিতে কথা শ্যাম সোহাগিনী—
ঢলিয়া পড়িল ভূমে, হায় রে সে কুঞ্জধামে,
প্রিয় সখী ধরে অঙ্গ, মুখে নাহি বাণী ॥

(১৪)

স্থাপিল বরাঙ্গ খানি কোমল কোলেতে।
মধুর ব্যজন করে, "কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ"-স্বরে,
ডাকিতে লাগিল, ধ্বনি পশিল কর্ণেতে ॥

(১৫)

[illegible]" এই মধুমাখা নামটী সুন্দর।
[illegible] জাগিল ধনী, বলে, কোথায় পা দু'খানি।
[illegible] হেরিতেছিনু হৃদে মনোহর ॥

(১৬)

সখীর অঙ্গে ১ হ'য়ে বলে দীন দাস।
সৎ-চিদানন্দ খনি মাধবের পা দু'খানি।
তোমা ছাড়া নহে, হের বক্ষে সুপ্রকাশ ॥

মধুর স্বপন।

আজি সখে, হেরিয়াছি মধুর স্বপন।
মধুর মধুর রূপ, শুধু লাবণ্যের স্তূপ,
অপরূপ, চিত্ত-বিমোহন ॥
কমল কর্ণিকা'পরে, মরি কত শোভা ধরে,
সে শোভা বলিতে ভাষা নাই।

যুগল পদ সুমঙ্গল, তুলনা পদ-কমল,
উপমার বস্তু নাহি পাই॥
স্বপনে পরশ করি, কি শীতল মরি, মরি!
জুড়াইল অন্তর আমার।
রোগে শোকে জর জর, জুড়াইল কলেবর
দূর হ'ল প্রাণের বিকার॥
ফিরায়ে ঘুরায়ে আঁখি, অনুরাগ ভরে দেখি,—
চিরবন্দ্য রাঙ্গা পা দু'খানি।
করেতে লেখনী ধ'রে, লিখিলাম স্বর্ণাক্ষরে,
সুধামাখা সুমধুর বাণী॥
বক্ষেতে বারেক রাখি' যুগল চরণ দেখি,
শীতল হইল বক্ষ মোর।
গেল জ্বালা, গেল দুঃখ, শুধু শান্তি, শুধু সুখ,
প্রেমানন্দে বহে আঁখি লোর॥
সহসা জাগিয়া হেরি, কম্থায় শয়ন করি'—
আছি আমি, একিরে ছলনা!
চারিধারে কোলাহল, বিষয়ের হলাহল,
কাম-আশীবিষ ধরে ফণা॥
স্বপন যে ছিল ভাল, দেখিলাম লালে লাল—
অপরূপ রাঙ্গা পা দু'খানি।
কেন হ'ল জাগরণ, কেন না হ'ল মরণ
কব কারে এ দুঃখের বাণী॥
স্বপনেতে শ্রীচরণ, হ'ল কিরে দরশন?
না, না, এযে কল্পনা-চাতুরী॥
কোথা স্বপ্ন জাগরণ? কল্পনায় নিরীক্ষণ,—
ইহাতেও কি আনন্দ মরি!!

বিজনে।

(আলাইয়া—একতালা)

(আমি) বিজনে কর্‌ব সাধনা।
কেবল বিজনে যুগল চরণের অনিবার স্মরণ-কামনা ॥
চির আকাঙ্ক্ষিত যুগল চরণ,
মানসে বিজনে বসাব যখন,
আনন্দ উচ্ছ্বাসে ভেসে যাবে মন,
ঘুচিবে প্রাণের যাতনা।
নাহি ভালবাসি জন কোলাহল,
তাহে চিত্ত হয় কেবলি চঞ্চল,
কোথা হ'তে আসি, দুঃখ বিঘ্ন রাশি,
শেষে, বিনাশে মনের বাসনা।
বিজনে মথিয়ে ভাবের সিন্ধু,
তুলিব বিবিধ রতন ইন্দু,—
নিবেদিয়ে, পদ-সুধারবিন্দু
পিয়ে, যাবে বিষয়-ভাবনা।
ডাকিতে ডাকিতে ভক্ত সঙ্গ পেলে,
প্রেম আলিঙ্গনে লব কোলে তুলে,
ভক্তসহ মিলি, দিয়ে কর তালি,
বাজাব প্রেমের বাজনা।

*

ভাবের পূজা।

(প্রসাদী সুর—ঝিঁঝিট একতালা)

যদি ভাব কিছু না থাকে মূলে
(শুধু) ফুল দিয়ে ভুলাবে কারে ?
সে যে ভাবের রতন রাঙ্গাচরণ—
বিরাজ করে ভাবীর ঘরে ॥
ব্রহ্মাণ্ডে ফুল রাশি রাশি, রূপে আলো, মধুর হাসি,
না মাথালে ভক্তি চন্দন, শ্রীচরণ না পরশ করে।
ফুলের যদি হয় রে অভাব, ভাব যেন না ত্যজে স্বভাব,
(ওরে) জান্‌লে তোমার ভাবের প্রভাব,—
এসে পূজা লবে জোরে।
তাই বলি, ভাব আগে লও ভাই, ভুলাতে ফুল নিও না ছাই
(শুধু) আড়ম্বরে পাবে নারে, অন্তরের ধন নিজান্তরে।
ফুলের ডালা ক'রে অর্পণ, হরষ ভরে কর নর্ত্তন,
(কিন্তু) ভিতরেতে ছুঁচার কীর্ত্তন, রিপু নে যায় কাঁধে ধ'রে।

সাধ।

নিত্যলীলা প্রকাশিছ, লীলাময়ীরূপে, হে কৃষ্ণমোহিনি।
কৃষ্ণ আরাধিত ধন, আনন্দ সত্তবা—ওগো আহ্লাদিনি।
আমি কি করিব লীলা তত্ত্ব নিরূপণ ? তত্ত্ব কিবা জানি ?
আমি কি বুঝিব তব রূপ-রস-কথা ? বুঝে তত্ত্বজ্ঞানী ॥

লীলারস মগ্ন যত প্রেমিক ভকত তোমার অর্চ্চনা—
জানে ভাল, রসময়ি! করে যত্ন ভরে কত আরাধনা।
ভাবের উদ্যানে, অবচয়ি' প্রীতিফুল (তারা) করে সমর্পণ।
সঞ্চারিত, আমোদিত, হয় চারিদিক্ গন্ধে বিমোহন॥
ভক্ত-কবি রচি' গীত উল্লসিত চিতে মধুর ঝঙ্কার—
তুলি, গাহে গুণ-গাথা, চরণ যুগলে দেয় উপহার॥
মৃণ্ময়ী মূরতি তব, শ্যামাঙ্গের পাশে করিয়া গঠন।
সাজায়ে বরাঙ্গখানি, কত ভক্ত তব করে নিরীক্ষণ॥
দীন আমি, ক্ষীণশক্তি, নত দৃষ্টি মোর, কিরীট তোমার—
হেরিতে, নাহিক শক্তি, পদযুগে ধায় নয়ন আমার॥
হৃদিপদ্মে, পাদপদ্ম করগো স্থাপন, যতনে ধরিয়া—
অনুরাগ-অশ্রুজলে **রাঙ্গা পা দু'খানি** (আমি) দিবগো ধুইয়া॥

হৃদয় সখা।

(আমি) বাহিরে কেবল খুঁজিছি তোমারে, তাই খুঁজে তোমা পাইনা।
(আমি) অকপট ভাবে না চাই তোমারে, তাই, মোরে দেখা দাওনা॥
ফাঁকি দিয়ে চাই স্বার্থ সাধিবারে, হয় না তোমার সাধনা।
(তাই) পণ্ডশ্রম মোর; সংসার যাতনা ঘুচেনা মরম বেদনা॥
মৃগমদ সম, আমারি এ দেহে আছ তাহা নাহি বুঝিলাম।
অন্তরে বাহিরে, খুঁজিতে খুঁজিতে এতকাল বৃথা যাপিলাম॥
(এখন) পেয়েছি সন্ধান, হৃদয়-রতন, হৃদয়ের সখা তুমি হে।
(একবার) অপরূপ রূপ, কর পরকাশ আঁখি ভ'রে আমি হেরি হে॥
গুরুর কৃপায়, তব করুণায়, অনুভব তব, পেয়েছি।
শুধু অনুভবে, না মিটে পিয়াস (তাই) কাতরে তোমায় ডাকিছি॥
হৃদয়-বান্ধব, হে গোপী-বল্লভ! আমায় গোপীর অনুগা কর হে।
ভাব দাও, সেই ভাবেতে তোমায় প্রাণে বাঁধি, বংশীধর হে॥
বল তব কাছে, আর কোন্ ভিক্ষা, আমি মাগিব, বল, মাগিব?
এই কর নাথ! চরণের দাসী আমি যুগে যুগে হ'য়ে থাকিব॥

রাঙ্গা পা দু'খানি হইলে শরণ অপূর্ণ কিছু না রবে
মাধুর্য্যে হইবে হিয়া ভরপুর জীবন সফল হবে॥

এস—

এস হে আমার প্রাণের গৌরাঙ্গ, হৃদি সিংহাসনে রাখিব।
প্রেমেতে উজ্জ্বল ও রূপ-লাবণ্য আমি মানস-নয়নে হেরিব॥
মাধুর্য্য-তরঙ্গ, করি' রঙ্গভঙ্গ—(মোর) হৃদয়ে যাইবে বহিয়া।
অপরূপ সুধা পিয়ে নিরবধি—(আমি) আনন্দেতে রব মাতিয়া॥
ভকতি-চন্দনে, যুগল-চরণে—মাখাইয়া দিব হরষে।
প্রীতির-প্রসূন, দিব উপহার; ধন্য হব পদ-পরশে॥
দেহ, প্রাণ, মন, করি সমর্পণ, রাঙ্গা পা দু'খানি পূজিব।
বিষয়ীর সঙ্গ ত্যজি' বিষবৎ, তোমারেই শুধু ভজিব॥
শ্রীবাস-অঙ্গণে ভক্তগণ সনে, গিয়াছ যে ভাবে নাচিয়া—
সেই ভাবে এসে হৃদয়ের মাঝে, নাচ, হেরি প্রাণ ভরিয়া॥
রাধার ভাবেতে হইয়ে পাগল, যে ভাবে ধূলায় লুঠালে,
প্রেমের বন্যায়, ভাসালে জগৎ, কাঁদিয়ে কাঁদালে সকলে,
সেই মহাভাবে, হইয়ে তন্ময়, এস হে হৃদয়-বাসেতে।
(আমি) আনন্দ-সাগরে ডুবিয়া যাইব ওরূপ দেখিতে দেখিতে॥
শ্রীক্ষেত্রধামেতে, রথের সম্মুখে, যেরূপে গিয়াছ নাচিয়া।
সেইরূপে এস, হৃদয়ের মাঝে, মধুর নর্ত্তন করিয়া॥
এস হে আমার সোণার গৌরাঙ্গ, প্রেমোন্মাদ ভাব লইয়ে।
(আমি) প্রেমের গৌরবে, মধুর সৌরভে—অলি সম পড়ি ছুটিয়ে॥
চরণের দাস হইয়ে থাকিব, ত্যজিয়ে বিষয়-বাসনা।
তব প্রেম-রসে, মজিয়া হরষে, ঘুচাব প্রাণের যাতনা॥
আমি হে কাঙ্গাল, অতি দীন হীন, কাতরে তাইতে ডাকিছি।
(তুমি) দীনের ঠাকুর; দয়া ক'রে বল "রাঙ্গা পা দু'খানি দিতেছি।

ভরসা।

মাগো!

ধনীর ত আছে কত মণি রত্নহার, সাজাইয়া তোরে,
করে পূজা বিধি মত, নব উপচারে, দ্রব্যের সম্ভারে॥
কত তার আড়ম্বর, শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি, বাদ্যের সুস্বর।
কত তার উদ্যানেতে রহে ফুল ফল অতি মনোহর॥
কত তার দাস দাসী সদাই প্রস্তুত দ্রব্য আহরণে।
নিমন্ত্রণে কত লোকে আনে সমাদরে পূজার ভবনে॥
স্বর্ণ রৌপ্যময় থালে, রয় স্তরে স্তরে চা'ল কলা রাশি।
বিবিধ মিষ্টান্ন শোভে, এ সকল হেরি' মনে মনে হাসি॥
ভাবি সেই ভাব কোথা? যে ভাবে বিভোর হ'য়ে রঘুপতি—
নীলোৎপল অভাবেতে, নিজ আঁখি দিয়ে, পূজে ভগবতী॥
মা যে মোর বিশ্বেশ্বরী, মা কিরে কথনো ঐশ্বর্য্যেতে ভুলে?
মা যে বিশ্ববিমোহিনী! তুমি কি মোহিবে আড়ম্বর ছলে॥
হে দীন! অভয় তব, অভয়ার কাছে, ধর হৃদে বল।
নাহি পূজিবারে মা'র চরণ-কমল, পার্থিব-সম্বল॥
কর হে প্রতিমা, সেই মায়ের প্রতিমা, হৃদয় মন্দিরে।
দাও পাদপদ্ম-যুগে, ভকতি-চন্দন আর প্রেমহারে॥
অসৎ-প্রবৃত্তি অজা, দাও বলি তুমি, চরণ যুগলে।
রাঙ্গা পা দু'খানি মা'র, দাও ধোয়াইয়া পূত অশ্রুজলে॥
শকতিরূপিণী মা যে মহাভাবময়ী, বুঝিয়া পিপাসা।
অন্তরের পূজা তব লইবে সাদরে, ইহাই ভরসা॥

অমৃত-সাগর।

—০:০—

দিন যায়, মাস যায়, বর্ষ চ'লে যায়;
এইরূপে কত বর্ষ কাল কুক্ষিগত—

হইয়াছে, বরষার তরঙ্গের প্রায় ;
হ'য়ে এল আয়ুঃ সূর্য্য এবে অস্তমিত।
শান্তিবারি পাইবার ওরে এ জীবনে,
এ ভুবনে, এতদিন করিনু প্রয়াস,
প্রাণ ভগ্ন, ছিন্ন ভিন্ন ; কিন্তু শুভক্ষণে—
আঁধারের পরে আজি, আলোক-বিকাশ।
কিসে আলো ? কিসে দ্যুতি ? কি সে দেবদ্যুতি ?
শুনিবে কি অমরপুরের যাত্রিগণ ?
এত নহে ক্ষীণ আলো, এ যে মহাজ্যোতিঃ।
এ নহে কণিকা, ভাই, অনন্ত-প্লাবন।
যুগলের পা দু'খানি অমৃত-সাগর।
সখী-ভাবে তার সেবা মরি কি সুন্দর !!

প্রকৃতির অঙ্গে—রূপলহরী।

—০:০—

নভস্তলে হেরি শত তারকার হাস,
বিধাতার পুণ্য সৃষ্টি দূর-ছায়াপথ,
পূর্ণিমার চন্দ্রমার অপূর্ব্ব বিকাশ,
দামিনী, জলদ-কোলে খেলে নানা মত।
শ্যামল শস্যের ক্ষেত্রে মলয়-তরঙ্গ—
পরাণে আঁকিয়া দেয় মাধুর্য্য-বিভাস।
দুকূলে বহিছে নদী করি' রঙ্গ ভঙ্গ ;
কিবা তার আকুলতা, হৃদয়ে কি আশ !
সরোবরে প্রাণ হরে, কমল-নিচয়,

কুসুম কাননে যুঁই, চামেলী, টগর।
দেখিলে নারীর আস্য সরলতাময়—
কি মাধুর্য্যময় হয় মানব অন্তর।
পাদপদ্ম ছড়ায় যে রূপের লহরী।
প্রকৃতির অঙ্গে তাহা সুপ্রকাশ হেরি॥

নূপুর-ঝঙ্কার।

মধুর নিক্কণে ওই বাজিছে বাঁশরী,
সংকীর্ত্তন-রস-গানে প্রাণ ভরপূর।
তুলিছে তটিনী হোথা মধুর লহরী;
বামা কণ্ঠে গীতোচ্ছ্বাস আনন্দ প্রচুর।
মধুর মধুর অতি কোকিল কূজন,
বসন্তের তান তার, বাসন্তী-প্রণয়;
শ্রুতি সুখকর কিবা ভ্রমর গুঞ্জন;
সাধক সংগীতে প্রাণ উথলিয়া যায়।
দূরে, দূরে, দূরাকাশে শোভে তারাগণ—
গাইছে নীরবে তারা কি নীরব গান!
ফুলে ফুলে দুলে দুলে গায় সমীরণ;
আঁধারে নিশীথ গানে নেচে উঠে প্রাণ।
রাঙ্গা পা দু'খানি শোভী নূপুর ঝঙ্কার।
সব চেয়ে ভাল লাগে প্রাণে আমার॥

সফল জীবন।

—:০:—

[মাতৃভাষার উদ্দেশে]

হে আরাধ্যে!

ভকতি সিন্ধু করিয়া মন্থন, চির বাঞ্ছিত ধন—
এনেছে, জননি! কত প্রীতিভরে তোমারই ভক্তজন॥
নাহি ভাব মোর, নাহি ভাষা জ্ঞান, তাহে ক্ষতি কিবা আছে?
অনুরাগ আর প্রাণের আবেগ, অধমেরে জাগায়েছে॥
হেরিয়া আমার আকুল প্রয়াস, দ্রবীভূতা ভক্তিরাণী—
দিয়াছেন মোরে, সোহাগে আদরে, শ্রীরাঙ্গা-পদ দু'খানি॥
তোমারি সেবায়, সঁপিয়ে জীবন, আজি মোর ভাগ্যোদয়।
তোমারি সেবায়, থাকিয়ে নিরত, আজি আমি পুণ্যময়॥
সাহিত্যের মাঝে অতি গুপ্তভাবে, ছিল সুষমার খনি।
জননি! ধর গো, ধর প্রীতিসহ, প্রাণারাম **পা দু'খানি**॥
যশের আশায়, না রচি এ গ্রন্থ, আত্ম শোধনের তরে—
লিখেছি, গো মাতঃ! জনম সফল এ অধম জ্ঞান করে॥
রাঙ্গা পা দু'খানি! কি মধুর নাম! কি কোমল! কি সুন্দর!
কর আশীর্ব্বাদ, পূর্ণ হ'ক সাধ, সুধা পি'য়ে নিরন্তর॥

বোলো না।

(ঝিঁঝিট—একতালা)

—*—

আমায় বোলো না, লিখিতে বোলো না।
চরণ-মাধুরী, বুঝিতে না পারি, আমি তার কিছু জানি না॥
ভক্তি-রস সদা যাদের আস্বাদন,
প্রেমভক্তি ভাব সদাই মনন,

রাগের ভজনে মত্ত যাঁদের মন,
(কেবল) তাঁদেরি আছে জানা।
আমি হই সদা রিপু পরবশ,
নাহি বুঝি কিছু প্রেমভক্তি রস,
অর্থ লাভ আশে, ফিরি দেশে দেশে,
চিত্তে শুধু বিষয় বাসনা।
(ভাইরে) চরণ-মাধুরী যদি লিখ্‌তে হয়,
চরণ-মাধুরী যদি বুঝ্‌তে হয়,
(তবে) অপরাধ শূন্য, চাই সেবা, দৈন্য
চাই একনিষ্ঠ উপাসনা।
পদে পদে আমি হই অপরাধী,
ইন্দ্রিয়ের দাস থাকি নিরবধি,
কি ক'রে পাইব প্রেম নিরুপাধি ?
কাম যে ছাড়িতে ছাড়ে না।
চিন্ময়, রাতুল যুগল চরণ—
হৃদয়ের ধন, অমূল্য রতন,
পেতে যেন পারি, করিয়ে সাধন,
কর শুধু এই কামনা।
লেখার "ইতি" হ'ক, দুঃখ তাহে নাই,
কর আশীর্ব্বাদ, বস্তু যেন পাই,
আসল বস্তু পেলে, সবি করতলে—
আসিবে, ভাবনা রবে না।
নীরবেতে পান বড়ই মধুর,
তাহে সুখ বড়, শান্তি সুপ্রচুর,

অলি মধু পেলে, গুণ্ গুণ্ ভুলে—
মধু ফেলে যেতে চায় না।
আমি ওরে যেন চরণ-মাধুরী
অতি নীরবেতে, সুখে পান করি,
সুধার সাগরে, ডুবিয়ে গভীরে—
ভুলে যাই আমি আপনা॥

মনের মতন ক'রে আঁকাত হ'ল না।

(১)

মনের মতন ক'রে আঁকাত হ'ল না।
নাহি মোর নিষ্ঠাভক্তি, নাহি মোর কবি-শক্তি,
নাই ভাব, নাই প্রেম, না আছে সাধনা॥
মনের মতন ক'রে আঁকা ত হ'ল না॥

(২)

চিত্ত অধিকার করে বিষয় বাসনা।
তাই তার আকর্ষণে, স্থিরতা না আসে মনে,
কি যে করি, কি যে ভাবি, বুঝিতে পারি না।
মনের মতন ক'রে আঁকা ত হ'ল না॥

(৩)

অর্থ-লাভে শিখিলাম কত প্রবঞ্চনা।
কপট বৈষ্ণববেশে, ঘুরিলাম দেশে দেশে,
শেষে লাভ হ'ল মাত্র দুঃখ বিড়ম্বনা।
মনের মতন ক'রে আঁকা ত হ'ল না॥

(৪)

ভাগ্য দোষে সাধু সঙ্গ হায়, মিলিল না।
অসতের সঙ্গ ধরি', কাম সেবা চিন্তা করি',

দিন গুলি কেটে গেল, কবি কি বল না ?
মনের মতন ক'রে আঁকা ত হ'ল না ॥

(৫)

শুদ্ধ চিত না হইলে মনের মতন—
কে আর আঁকিতে পারে, কেবা পারে তুষিবারে,
কার ছবি সর্ব্বচিত্ত করে আকর্ষণ ?
এই দোষে মনোমত না হ'ল অঙ্কন ॥

(৬)

রাঙ্গা পা দু'খানি ! এ যে অপরূপ ধন।
সাধনে ভজনে যাহা, ভক্তগণ পায়, আহা।
লভিতে তোমার তাহা কি আছে যতন।
তাইতে মনের মত না হ'ল অঙ্কন ॥

(৭)

অর্থের উপর অর্থ, পরমার্থ ধন।
বহু যত্নে তাহা মিলে, স্বার্থত্যাগে মনোবলে,
বিনা যত্নে, বিনা প্রেমে, না আসে রতন।
অনন্য শরণ হ'লে মিলে শ্রীচরণ ॥

(৮)

যোগী ঋষি ধ্যায় এই রাতুল চরণ।
সাধনের গুণে যদি, ভাগ্যে মিলে এই নিধি,
তবে আঁকা হয় উহা মনের মতন।
আমি পাপাসক্ত জীব, কোথায় সাধন ?

(৯)

এ জীবনে নাহি হোক্ বাসনা পূরণ।
তাহাতে কি আছে ক্ষতি, যদি পদে থাকে মতি,
বাঞ্ছা কল্পতরু দিবে বাঞ্ছিত রতন।

(তবে) মনের মতন ক'রে হইবে অঙ্কন ॥

(১০)

চিন্ময় চরণ সদা করিলে স্মরণ—
আসিবে আপনি ভাব, ঘুচিবে দুষ্ট স্বভাব,
সমুজ্জল প্রেম চিত্র ফুটিবে তখন।
পূর্ণ হবে অভিলাষ, সফল জীবন ॥

শেষ

—ঃ০ঃ—

(ঝিঁঝিট—আড়খেম্‌টা)

শ্রীচরণ !

তোমারি ভাবেতে, বিভাবিত চিত, পুলকে পূরিত তনু, প্রাণ, মন
(আমি) চিদানন্দ রসে, হইয়ে সরস, প্রেমানন্দে রস করি আস্বাদন।
তুমি জানাইলে তাই কিছু জেনেছি,
তুমি ভাবাইলে তাই ভাবিয়াছি,
তুমি চিনাইলে তাই চিনিয়াছি,
লহ তোমারি প্রদত্ত ধন।

তোমারে প্রকাশে কা'র হেন সাধ্য,
তুমি স্ব-প্রকাশ, শুদ্ধপ্রীতি বাধ্য,
ভকতের তুমি, হে চির আরাধ্য !
আমি বিষয় বিমূঢ় জন।

তবে যদি তুমি মোরে লেখাইলে,
লহ সমাদরে নিজ কৃপা বলে,
ফেল না, ফেল না, ফেল না হে ঠেলে,
ভরসা তোমার করুণ-ঈক্ষণ ॥

(সম্পূর্ণ।)

পরিশিষ্ট।

শ্রীচরণ-চিহ্ন।

—•:•:•—

শ্রীচরণ যুগলের বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, চরণ-চিহ্নের অনুধাবন করা একান্ত প্রয়োজন। মহাজনগণের অনুবর্ত্তী হইয়া আমরা অতীব উৎসাহের সহিত তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেছি; চিহ্নগুলির অনুধ্যান করিতে করিতে প্রাণ ক্ষণেকের জন্য মায়াতীত রাজ্যে গিয়া—অনাবিল আনন্দ লাভ করিতেও পারে; চিন্ময় রাজ্যের এই অপ্রাকৃত সুখ, ব্রজানন্দানুভূতি—পরম লাভ বলিয়াই সুরসিকগণের সমক্ষে গণনীয়।

গোপী ভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমল যুগলের চিহ্ন সম্বন্ধে আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই—

"পদানি ব্যক্তমেতানি নন্দ সূনোর্মহাত্মনঃ।
লক্ষ্যন্তে হি ধ্বজাম্ভোজ বজ্রাঙ্কুশ যবাদিভিঃ॥"

পরম ভাগবত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই সকল চিহ্নের বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত, শ্রীকৃষ্ণ চরণে দেদীপ্যমান্ ঊনবিংশতি চিহ্ন এই—দক্ষিণ পদে, যব, চক্র, ছত্র, কমল, ধ্বজপতাকা, অঙ্কুশ, বজ্র, বক্র ঊর্দ্ধরেখা, ৪টী স্বস্তিক, ৪টী জম্বুফল এবং অষ্টকোণ; বামপদে—শঙ্খ, আকাশ, ধনু, গোষ্পদ, ত্রিকোণ, অর্দ্ধচন্দ্র ৪টী কলস ও মৎস্য।

কৃষ্ণ মনোমোহিনী শ্রীমতী রাধিকার চরণ-চিহ্ন প্রকাশক একটী শ্লোক, শ্রীভাগবতের পবিত্র কলেবর অলঙ্কৃত দেখিতে পাওয়া যায়। উহা এই—

"কস্যাঃ পদানি চৈতানি যাতায়া নন্দসূনুনা।
অংশে ন্যস্ত প্রকোষ্ঠায়াঃ করেণোঃ করিণা যথা॥"

ব্রজেশ্বরী গোপিকা-শ্রেষ্ঠা শ্রীমতী রাধিকার, মহাজনোক্ত "সুব্যক্ত" পাদচিহ্নগুলির নাম, বামপদে—যব, চক্র, ছত্র, বলয়, কমল, ধ্বজপতাকা, অঙ্কুশ, ঊর্দ্ধরেখা, পুষ্প, পুষ্পযুক্ত লতা, অর্দ্ধচন্দ্র; দক্ষিণপদে—শঙ্খ, বেদী, কুণ্ডল, রথ, শক্তি, গদা ও মৎস্য।

আমাদের চিরবন্দ্য, কাঙ্গালের ঠাকুর, মূর্ত্তিমান প্রেম স্বরূপ শ্রীশচীনন্দনের রাতুল চরণ-যুগলে শক্তিশোভিত চিহ্ন সম্বন্ধে "চরিতামৃতে" যে মধুর প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা এই—

"বাল্যলীলায় প্রভুর আগে উত্তান শয়ন।
পিতা মাতায় দেখাইল চিহ্ন চরণ॥
গৃহে দুই জন দেখে লঘু পদ চিহ্ন।
তাহে শোভে ধ্বজ, বজ্র, শঙ্খ, চক্র, মীন॥"

ভাগ্যবান মিশ্র মহাশয়, সৌভাগ্যবতী শচীমাতা, নিমাইএর পদতলে এই অপরূপ চিহ্ন দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন; তখন—

"মিশ্র কহে, "বাল গোপাল আছে শিলা সঙ্গে
তেঁহ মূর্ত্তি হৈয়া জানি খেলে ঘরে রঙ্গে॥"
সেই ক্ষণে জানি নিমাই করয়ে ক্রন্দন।
অঙ্কে লৈয়া শচী তাঁরে পিয়াইল স্তন॥
স্তন পিয়াইতে তাঁর চরণ দেখিল।
সেই চিহ্ন পায়ে দেখি মিশ্রে বোলাইল॥"

মিশ্র ও মিশ্র পত্নীর শ্রীচরণ দর্শন সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য ভাগবত-কারের মনোহর উক্তিও বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

"সব গৃহে দেখে অপরূপ পদচিহ্ন।
ধ্বজ, বজ্রাঙ্কুশ পতাকাদি ভিন্ন ভিন্ন॥" ইত্যাদি।

ভক্ত-চূড়ামণি, মহানুভাব শ্রীকৃষ্ণচক্রবর্ত্তী মহাশয়, শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ-চিহ্নের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার পরিকীর্ত্তিত দ্বাত্রিংশৎ চিহ্ন এই;—দক্ষিণ পদে—যব, ছত্র, ঊর্দ্ধরেখা, দণ্ড, পদ্ম,

পর্ব্বত, রথ, গদা, শক্তি, অঙ্কুশ, বজ্র, বেদী, কুণ্ডল, ৩টী স্বস্তিক, ৪টী জম্বুফল ও অষ্টকোণ; বামপদে—শঙ্খ, বজ্র, আকাশ, ধনু, বলয়, কমণ্ডলু, গোষ্পদ, পতাকা, পুষ্প, লতা, ত্রিকোণ, কুম্ভ, চতুষ্টয়, অর্দ্ধচন্দ্র, কূর্ম্ম, শফরী ও পুষ্পমালা। পরম দয়াল প্রভু শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীচরণে সুশোভিত চতুর্বিংশতি চিহ্নের নামোল্লেখ করিয়া আমরা আলোচ্য বিষয়ের সমাপ্তি করিতেছি? সেই পবিত্র চিহ্নগুলি এই—দক্ষিণ পদে—যব, চক্র, ধনু, অর্দ্ধচন্দ্র, জম্বুফল, কমল, ৪টী বাণ, বেদী, হল, ধ্বজা, বজ্র ও শঙ্খ, বাম-পদে—বেদী, কমল, আকাশ, অঙ্কুশ, শক্তি, গোষ্পদ, ছত্র, মুসল লতা, পুষ্প, ৪টী কলস এবং মৎস্য।

প্রীতি উপহার।*

(রাঙ্গা পা দু'খানি পাঠে হৃদয়োচ্ছ্বাস)

কিবা রাঙ্গা পা' দুখানি, রসিকের চিন্তামণি,
গুণ গণিতে বিভোর চিত।
ভাষা-গঙ্গা ধারা ঢালি', দিছে রাঙ্গা পা'খালি,
ফুল দল স্তূপ অপসৃত॥
দেখ একদিঠে সই, ধরাতলে ঝলে ওই,
কি সুন্দর রাঙ্গা ঝলমলি।
তুলসী-মঞ্জরী ভাব, উচ্ছ্বাস মঞ্জীরারাব,
পা পূজা কৈল রসিক মৌলী॥

* [বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রসিদ্ধ লেখক ভক্ত প্রবর শ্রীকালীহর বসু ভক্তিসাগর দাদা মহাশয়, "রাঙ্গা পা দু'খানি" পাঠে পুলকিত হইয়া, এ দীনের প্রতি অযাচিত কৃপাশীর্ব্বাদ ও অকৃত্রিম স্নেহের অভিব্যক্তি স্বরূপ এই কবিতাটী লিখিয়াছিলেন। তাঁহারই ইচ্ছানুসারে ইহা প্রকাশিত হইল। দীন-রসিক।]

ঋষি-শ্লোক ফুলদলে, রসিক শিশির ঢেলে,
ফুটন্ত করি বৃন্ত ফেলি'তার।
গাঁথিয়াছে এক সূতে, আত্মত্যাগ মন্ত্রপুতে,
রাঙ্গা পা দুখানি-চারুহার॥
ভকতের কণ্ঠশোভা, অপরূপ মনোলোভা,
সুগন্ধি স্বাদু, মাধুরী খনি।
বাছা বাছা মণি লুটি, সাজা'লা রাঙ্গা পা দুটি,
ধন্য রসিক-রস-লেখনী॥
জীবের ওই ভাব্য লভ্য, সুখসার সিদ্ধগম্য,
যা নাকি সে রাঙ্গা পদদ্বয়।
তা যে তুলে মেজে দেয়, তার গুণ অনুপমেয়,
তার সম বন্ধু কেবা হয়॥
এমি রসে মজে বেঁচে, হা গৌরাঙ্গ বলি নেচে,
বনায়ে দাও ধরাকে শ্রীধাম।
মোরা ওই বুলি গেয়ে, রাঙ্গা পা লালসে নেয়ে,
সঙ্গ-স্রোতে হই পূর্ণকাম॥
রাঙ্গা পদ-পদ্মমধু, রস সুধামিয় স্বাদু,
বিধু এক এক বিন্দু রেণু।
এ রস পিয়ি' রসিক, হে রস-মুকুল পিক,
বাজাও অমৃত লেখনী বেণু॥
সাধ স্বাদি' বীণা মধু, সোণামুখী সোণা যাদু,
বাঁকুড়ার আখু মিষ্টসার।
ভরিবে গরাস দিয়া, উল্লাসিত তব হিয়া,
খোল রস-গরীব-ভাণ্ডার॥

'কাননে' তব ভাবুকতা, কুসুমের প্রফুল্লতা,
রাঙ্গা পাদপদ্মে মাধুর্য্য মধু।
গোস্বামীর প্রেরিত পটু, চিত্রকর তত্ত্ব বটু,
কোলে পেল ভাগ্যে বঙ্গ বধূ॥
কবিতা আরতি করি', শীতল আদরে জড়ি,
চিত্রপট লাগায়েছি বুকে।
আশীষ' রসিক দীনে, রাঙ্গা পা'র আস্বাদনে,
ম'জে থাক্ ভক্তগণ এ সুখে॥
কি সুন্দর, কি সুন্দর! শ্রীগ্রন্থ অমৃতোর,
নাম তার 'রাঙ্গা পা দুখানি।'
তরঙ্গ মধুর ভাষা, মিটে না পাঠে পিপাসা,
রসিক ধন্য কালীহর বাণী?

বৈষ্ণবানুগ শ্রীকালীহর বসু।

নীরবে।

দিবাকর, শশধর, নীল নভস্তলে—
নীরবে, বিমল-কর করে বিকিরণ,
হীরকের আভাময় নক্ষত্র মণ্ডলে,—
নীরবে সুষমা ভাতি করে বিতরণ।
কুসুম ফুটিয়া থাকে ফুল্ল সরোবরে,
বিকাশে সুহাসি, করে সৌরভ সঞ্চার।
মধুগন্ধে অন্ধ হ'য়ে মধুপ নিকরে,
ছুটিয়া নীরব হয়, মধুপানে তার।

যোগিগণ নীরবেতে করে যোগধ্যান,
স্তন্য-সুধা পান করে শিশু নীরবেতে;
জননী প্রকৃতি ধরে গাম্ভীর্য্য মহান্,—
মধুর সুন্দর ভাব, নীরব নিশীথে।
তুমি যে নীরব কেন? বুঝিয়াছি, ভাই!
পাদপদ্ম পরিমল লভিয়াছ, তাই॥

শ্রীচরণ-গীতিকা।

—:০:—

(প্রসাদী সুর)

আমি কি আর ভয় করি॥
(যখন) শরণ ক'রেছি চরণ-তরী।
অকূল ভব-সাগরে পেয়েছি "যুগল" কাণ্ডারী॥
(কাঁপায়) হৃদয়-বিমানে বিষাদ তুফান; বিপদ-ঝটিকা নেহারি।
নাহি আছে শঙ্কা, মেরে যাব ডঙ্কা, আতঙ্কে কি আর শিহরি?
শোক ভয়ঙ্কর কুম্ভীর মকর আসিতেছে শির উঁচু করি?।
তরী, বাঁধিয়ে প্রেম-হালে, যায় দুলে দুলে, নানা রঙ্গে ভঙ্গে ধীরি ধীরি।
পদ নখ চন্দ্রে আঁধার ঘুচিল; দিক আলোকিত মরি! মরি!
ভয়ের না আছে কারণ, অভয়চরণ ভরসা বলিয়া, যখন ধরি॥
অকূলের কূল এই ত গোকুল, অনর্পিত প্রেমের লহরী।
এই ত পবিত্র আনন্দ উচ্ছ্বাস, এই ত রে চরণ-মাধুরী॥
মানস রঞ্জন মধুর নিক্কণ, অমিয়ের হয় ছড়াছড়ি।
মধুর স্বননে, ভক্ত চিত টানে পরাণ তাঁদের লয় কাড়ি॥

শঙ্কর বক্ষে-রাঙ্গা পা দু'খানি।

—০:০:০—

যোগের প্রকট মূর্ত্তি ওহে যোগীবর!
কি কঠোর তপোবল অব্যয়, অক্ষয়;

যোগানন্দে কি সুন্দর, পূত কলেবর
কি গম্ভীর ভাব! মরি কি মাধুর্য্যময়!
যোগানন্দে চিত তব পুড়িল না, তাই—
প্রেমানন্দে মত্ত হ'য়ে, বক্ষের উপর—
ধরিলে কি পা দু'খানি? বলিহারী যাই;
বক্ষদেশে পাদপদ্ম! কত মনোহর!!
শুধু নিজ মনোসাধ করিতে পূরণ—
না ধরিলে বক্ষ'পরে চরণ-যুগল।
জগতে করিলে তার মহিমা বর্দ্ধন,
দেখাইলে, কোথা মিলে শান্তি নিরমল।
শঙ্করের বক্ষে এই রাঙ্গা পা দু'খানি!
ভাব জীব. হও শিব, বুকে লহ টানি॥

প্রার্থনা।

(১)

দৃষ্টি দোষ পরিহরি' রে মোর নয়ন!
ত্যজিয়া কামের আশ, হও তুমি প্রেমদাস,
সর্ব্বত্র কর রে সদা চরণ দর্শন॥

(২)

আর কেন মোহে মত্ত, তুই রে শ্রবণ!
অন্য স্বর নাহি শুনি,' চরণ নূপুর ধ্বনি—
কর্ণ মূলে আনিবারে কর্ রে যতন॥

(৩)

বাহিরের গন্ধ দ্রব্যে মত্ত অনুক্ষণ—
কেন রে নাসিকা, বল, পাদপদ্ম-পরিমল,
নিলে, যাবে ঘুচে তোর বিলাস-ব্যসন॥

(৪)

রসনে! ইতর রসে মজিওনা আর।
শ্রীচরণ রসামৃত, পান কর অবিরত,
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দূরে যাবে, জুড়াবে অন্তর॥

(৫)

কেন কর, বৃথা কার্য্য করিছ সাধন।
আর না মোহেতে ভুলি', লও ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি,
শ্রীচরণ-যুগে, সুখে, কর সমর্পণ ॥

(৬)

কুপথে চালিত হ'য়ে রে পদ আমার !
চলিলে রে এই ভাবে, কি সুফল লাভ হবে ?
শ্রীপদে রাখিয়ে লক্ষ্য, চল অনিবার ॥

(৭)

ওরে মোর শিরোদেশ কুচিন্তা পোষিত !
ত্যজ রে চিন্তা অসার, পদ চিন্তা কর সার,
কাটিবে ঘোর বিকার কুতর্ক-জড়িত ॥

(৮)

ওরে বক্ষঃ, রক্ষ মোরে ক'রে আলিঙ্গন—
সৎ-চিদানন্দময়, রাতুল চরণদ্বয় ;
পরশে পবিত্র হ'য়ে, হও সুশোভন ॥

(৯)

ওরে মন ! তোরে আর কি বলিব বল্ !
হ'লে তুই অনুকূল, কেবা হ'ত প্রতিকূল ?
বিনয়ে, কাতরে বলি হইতে সরল ॥

(১০)

তা' হ'লে রে, বাঁকা সখা দিবে দরশন।
সর্ব্ব তাপ বিনাশন, লভিবি রে শ্রীচরণ ;
(হবে) নিত্যানন্দে নিত্যধামে, সফল জীবন ॥